Contents

Peace

কুরআন-হাদীসের আলোকে

আল্লাহর ভয়ে কাঁদা

আল্লাহর ভয়ে কাঁদা

মূল

শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ

ভাষান্তরে

মু. মুহসিন খান

বিএ অনার্স (ইংরেজি)

সহকারী সম্পাদক : মাসিক আলোর দ্বীপ

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম পেশ করছি নবী মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পরিবার, সাহাবায়ে কেরাম এবং সেই সকল বান্দাহদের প্রতি যারা আমৃত্যু তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে গেছেন।

আপনাদের হাতে আছে শায়খ হুসাইন আল আওয়াইশাহ যিনি শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানীর একজন ছাত্র, তাঁর রচিত আরবি বই 'আল বুকাউ মিন খাশইয়াতিল্লাহ' এর ইংরেজি অনুবাদ।

লেখক তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে এ বইটিও সাজিয়েছেন মহাগ্রন্থ কুরআনের আয়াত, নবী ﷺ-এর বাণী, সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত এবং ধার্মিক ব্যক্তিবর্গের ঘটনা প্রবাহ দিয়ে। আমরা আশা করি, লেখকের সচেতনতা, সতর্কতা অবলম্বন করে যাচাই-বাছাইসহ হৃদয় নিংড়ানো বর্ণনা আমাদের হৃদয়কে কোমল করতে, আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে এবং এ পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

সে সব ভাই-বোনদের প্রতি আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি– যারা এ কর্মে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন–আল্লাহ তায়ালা তাদের এ পরিশ্রমের উত্তম জাযা দান করুন।

সূচিপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই তারিফ করি, তাঁর কাছেই ক্ষমা ও সাহায্য চাই। আমরা আমাদের মন্দ কাজ ও অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে সরল পথ দেখান তাকে বক্রপথে নেয়ার কেউ নেই। আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ সরল পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রভুত্বের অধিকার নেই, তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

يَـاَيُّهَـا الَّذِيْـنَ اٰمَـنُـوا اتَّـقُـوا اللّٰـهَ حَقَّ تُـقٰـتِـهٖ وَلاَ تَـمُـوْتُـنَّ اِلاَّ وَاَنْـتُـمْ مُّـسْـلِـمُـوْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেভাবে ভয় করা উচিত। আর সত্যিকারের মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"[১]

يَـاَيُّـهَـا الـنَّـاسُ اتَّـقُـوْا رَبَّـكُـمُ الَّذِىْ خَـلَـقَـكُـمْ مِّـنْ نَّـفْـسٍ وَّاحِـدَةٍ وَّخَـلَـقَ مِـنْـهَـا زَوْجَـهَـا وَبَـثَّ مِـنْـهُـمَـا رِجَـالاً كَـثِـيْـرًا وَّنِـسَـاۤءً ج وَاتَّـقُـوا اللّٰـهَ الَّـذِىْ تَـسَـاۤءَلُـوْنَ بِـهٖ وَالْاَرْحَـامَ ط اِنَّ اللّٰـهَ كَـانَ عَـلَـيْـكُـمْ رَقِـيْـبًـا ـ

হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি সতর্ক হও। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন মানুষ (আদম) থেকে আর তার সঙ্গীও সৃষ্টি করেছেন তার থেকে। তারপর তাদের দু'জনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর ও নারী। আর ভয় কর সেই আল্লাহকে যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার আদায় করে থাক এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট কর না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রাখছেন।[২]

---

১. সূরা−৩ আলে-ইমরান : আয়াত-১০২।

২. সূরা−৪ নিসা : আয়াত-১।

يٰـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا ۙ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ـ

হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্য বল। তিনি (আল্লাহ্‌) তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করে সে এক মহাসাফল্য অর্জন করে।[৩]

নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কথামালা হলো আল্লাহ্‌র বাণী (আল কুরআন) এবং শ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ হলো নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর পথ নির্দেশ। নব আবিষ্কৃত ব্যাপারগুলো (বিদায়াতসমূহ) খারাপ, কারণ নব আবিষ্কৃত জিনিসই বিদয়াত আর প্রত্যেক বিদয়াতই বিভ্রান্তিকর আর প্রত্যেক বিভ্রান্তিই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। পাপের ফলে মানুষের আর্থিক সঙ্কট ও মানসিক কষ্ট বাড়ে। তাদের কঠিন হৃদয় অশ্রু বিসর্জন দিতে চোখকে বাঁধা দেয়। তারা ঈমানের স্বাদ ও সুখ থেকে বঞ্চিত। তবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-ধন্যরা ঐ স্বাদ ও সুখ পেয়ে থাকে। আহা! এ সংখ্যা যে নিতান্তই কম!

তাই আমি এ বিষয়টি তুলে ধরতে জরুরি প্রয়োজন অনুভব করি এবং এভাবে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভয়ে অশ্রু বিসর্জনের গুরুত্ব ও মহত্ব প্রকাশে এবং এটা অর্জনের পথ বাতলে দেয়ার ইচ্ছা করি। তাছাড়া যে কেউ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। আর এক্ষেত্রে আমি উল্লেখ করেছি নবী মুহাম্মদ ﷺ এবং তার সাহাবায়ে আজমায়ীনের ক্রন্দনের কিছু ঘটনা ও বিবরণ। আমি আমার মান্যবর উস্তাদ শায়খ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী (র)-এর প্রতি আবারো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যার "সহীহ্‌ আত তারগীব ওয়াত তারহীব" গ্রন্থের তথ্য উপাত্ত্ব আমার আলোচ্য বিষয়কে সমৃদ্ধ করেছে। তার বইটি এখনো অবশ্য প্রকাশ পায়নি।

আমি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুলের আর্জি পেশ করছি। অন্য আর কারো কাছে আমার কোনো চাওয়া নেই (অর্থাৎ. একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই এটা করা।) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

---

৩. সূরা-৩৩ আহযাব : আয়াত-৭০-৭১।

দোয়া সম্পর্কে জরুরি কথা

১. রাসূল ﷺ দোয়াকে মুখ্খুল ইবাদত (ইবাদতের মগজ) বলেছেন। কথাটি চমৎকার তাৎপর্য বহন করে। দোয়া মানে কিছু চাওয়া। কে চায়? যে অভাব বোধ করে সে-ই চায়। যা না পেলে তার চলে না তা সে পেতে চায়। কার কাছে চায়? যে তার অভাব দূর করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করে তার কাছেই চায়। অভাবের অনুভূতি যার যত বেশি সে তত বেশি কাতরভাবে চায়। আর যার অভাবের ব্যাপকতা সম্পর্কে বেশি ধারণা আছে সে চাইতেই থাকে, সে চাইতে ক্লান্তি বোধ করে না।

যা প্রয়োজন মনে হয় তা না থাকলেই অভাব বোধ হয়। দুনিয়ার জীবনে প্রতি মুহূর্তেই কিছু না কিছু প্রয়োজন মানুষ বোধ করে। এ প্রয়োজন বোধের শেষ নেই। যে হাজার টাকার মালিক সে লক্ষের কাংগাল, যে লক্ষের মালিক সে কোটির কাংগাল। যার যত বেশি আছে সে তত বড় কাংগাল। দুনিয়ায় হাজারো রকমের প্রয়োজন মানুষ বোধ করে। আর যে মরণের পরপারের জীবনে বিশ্বাস করে তার অভাববোধ আরও ব্যাপক। ঐ পারের প্রয়োজন তাকে আরও বড় কাংগাল বানায়।

আল্লাহর কাছে সে-ই বেশি চায় এবং রাতদিন দোয়া করতে থাকে যে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে আগ্রহ রাখে। এ দোয়াই প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহর দয়ার কাংগাল। এ দোয়া তাকে আল্লাহর প্রতি অতি বিনয়ী বানায়। এ বিনয়ই ইবাদাতের রূহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কাতরভাবে বিনয়ের সাথে দোয়া করে সে তার এ মহান মনিবের সন্তুষ্টিও চায়। কারণ তিনি সন্তুষ্ট না হলে দোয়া কবুল করবেন না। এ সন্তুষ্টির প্রয়োজনেই সে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা কর্তব্য মনে করে– অর্থাৎ ইবাদতের সাধনা করতে থাকে।

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন, যে দোয়া করে আল্লাহ তার উপর খুশী হন। আর যে দোয়া করে না আল্লাহ তার উপর রাগ করেন। যে দোয়া করে সে আল্লাহর অনুগত বলেই তিনি তার উপর খুশি হন। যে দোয়া করে না সে আল্লাহর ধার ধারেনা বলেই তিনি রাগ করেন। তাই একথা প্রমাণিত হলো যে, দোয়া সত্যিই ইবাদাতের মূল বা মগজ। রাসূল ﷺ একথাও বলেছেন যে, اَلدُّعَاءُ مِنَ الْعِبَادَةِ দোয়া করাটাও ইবাদত।

২. রাসূল ﷺ বলেছেন যে, মনোযোগের সাথে দোয়া না করলে দোয়া কবুল হয় না। আসলে দোয়া তো মনের ভেতর থেকেই আসতে হবে। মুখে তো দোয়ার শাব্দিক প্রকাশ মাত্র। মুখে উচ্চারণ করে দিল দিয়ে দোয়া করতে হয়। তাহলে না বুঝে আরবিতে মুখে দোয়া আবৃত্তি করলে কেমন করে কবুল হবে? আরবি ভাষা জেনে শব্দে শব্দে বুঝে দোয়া করা জরুরি নয়। কিন্তু যে দোয়াটি পড়া হচ্ছে এর মর্মকথা জানতে হবে। আল্লাহর কাছে কী জিনিস চাওয়া হচ্ছে, দিল যদি সে খবরই না রাখে তাহলে এটা দোয়া হয় কেমন করে? তাই মুখে আরবিতে দোয়া করার সময় কি চাওয়া হচ্ছে মনে তা বুঝতে হবে। যেমন নিরক্ষর লোক টাকা-পয়সা লেনদেন করার সময় নোটের লেখা পড়তে না জানলেও কোনটা কত টাকার নোট তা তাকে অবশ্যই চিনতে হয়।

তবে আল্লাহ ও রাসূলের শেখানো ভাষায় শব্দে শব্দে অর্থ বুঝে দোয়া করার মধ্যে যে মজা ও তৃপ্তি তা তারাই অন্তর দিয়ে অনুভব করে যারা অর্থ জানে। তাই শব্দে শব্দে অর্থ বুঝবার তাওফীক আল্লাহ যাদেরকে দিয়েছেন তাদের বেশি করে দোয়া মুখস্থ করা উচিত। আরবি জানা সত্ত্বেও যারা এজন্য সময় খরচ ও মেহনত করে না তারা বড়ই হতভাগা।

৩. যেসব দোয়া আল্লাহর দরবারে পেশ করার জন্য বাছাই করা হলো তা জায়নামাযে বসে হাত তুলে উচ্চারণ না করলে দোয়া বলে গণ্য হবে না এমন মনে করা ভুল। বিভিন্ন অবস্থায়ই দোয়া করতে হয়। খাওয়ার শুরুতে ও শেষে, অযুর আগে, মাঝে ও পরে, শোবার সময় ও জেগে, মসজিদে প্রবেশ করার সময় ও বের হবার সময়, বাজারে চলার সময়, যাববাহনে উঠা ও নামার সময়, পায়খানায় যাবার ও ফিরে আসার সময় এবং এ রকম আরও অনেক সময় যেসব দোয়া করা হয় তাতে কি হাত উঠাতে হয়? এসব দোয়া কি জায়নামাযে বসে উচ্চারণের সুযোগ আছে? তেমনিভাবে সকাল-সন্ধ্যার দোয়াও যে কোনো অবস্থায়ই করা যায়। অন্যান্য দোয়া সুযোগ মতো সবসময়ই করা চলে। হাঁটা, দাঁড়ান, বসা ও শোয়া অবস্থায় মনটাকে দোয়ায় ব্যস্ত রাখলে বাজে চিন্তা থেকে নিস্তার পাওয়া সহজ হয়। অবশ্য তাহাজ্জুদের সময় এবং অন্যান্য নামাযের

শেষে জায়নামাযে যথাসম্ভব বিলম্ব করে দোয়া করায় এক বিশেষ মজা ও তৃপ্তি রয়েছে। কিন্তু দোয়া করার জন্য জায়নামাযে বসা যে শর্ত নয় সে কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণই আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য। রাসূল ﷺ অনেক সময় হাত তুলে দোয়া করেছেন এবং দোয়ার শেষে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করেছেন।

৪. কাদের দোয়া অবশ্যই কবুল হয় সে বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসে মোট ৯ জনের উল্লেখ দেখা যায় ঃ ক. প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত মযলুমের দোয়া, খ. বাড়ি ফেরার পূর্ব পর্যন্ত হাজীর দোয়া, গ. জিহাদ বন্ধ করার পূর্ব পর্যন্ত মুজাহিদের দোয়া, ঘ. সুস্থ হবার পূর্ব পর্যন্ত রোগীর দোয়া, ঙ. কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য যে দোয়া করা হয় সে দোয়া, [সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এ দোয়া কবুল হয় বলে রাসূল ﷺ বলেছেন] চ. সন্তানের জন্য পিতামাতার দোয়া, ছ. মুসাফিরের দোয়া, জ. ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া ও ঝ. ন্যায়পরায়ণ ইমামের (নেতা বা শাসক) দোয়া।

৫. দোয়া কবুল হবার ধরণ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন যে, কোনো মুসলিম যদি গুনাহের কাজের জন্য এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য দোয়া না করে তাহলে তার সব দোয়া তিন প্রকারের মধ্যে কোনো এক ধরণে অবশ্যই কবুল হয়। কোনো দোয়াই অগ্রাহ্য করা হয় না।

ক. হয় তার দোয়া দুনিয়াতেই কবুল করা হয়।

খ. অথবা যে দোয়া সে করেছে তা তার জন্য কল্যাণকর নয় বলে এ দোয়ার বদলে তার সমপরিমাণ গুনাহ মাফ করে দোয়া হয়।

গ. অথবা দোয়ার বদলা আখেরাতে পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে।

৬. দোয়ার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর আরও কয়েকটি হেদায়াত :

ক. দোয়া কবুল হতে দেরী দেখে নিরাশ হয়ে দোয়া করা বাদ দেয়া মস্তবড় ভুল। (এত দোয়া করলাম কবুল তো হয় না বা না জানি কোনো গুনাহ করেছি যার জন্য দোয়া কবুল হচ্ছে না– এ ধরনের কথায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন)। দোয়া কবুলের জন্য তাড়াহুড়া করা উচিত নয়।

খ. দোয়ার দ্বারা তাকদীরও বদলাতে পারে।

গ. ছোট-বড় সব প্রয়োজন পূরণের জন্যই দোয়া করা উচিত– এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও ফিতার জন্য দোয়া করা দরকার।

ঘ. দুঃখের দিনে দোয়া কবুল হোক, এ কামনা থাকলে সুখের দিনেও দোয়া করা উচিত।

ঙ. দোয়া প্রার্থীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন।

চ. যার রিয্ক হালাল নয় তার দোয়া কবুল হয় না।

৭. আল্লাহর কাছে যে জিনিসের জন্য দোয়া করা হয় তা হাসিল করার জন্য বান্দাহকেও চেষ্টা করতে হয়। বিনা চেষ্টায় শুধু দোয়া করে পাওয়ার আশা করা বোকামী। এমন দোয়া আল্লাহ কবুলই করেন না। জমিতে হালচাষ না করে ফসলের জন্য দোয়া বা বিয়ে না করেই সন্তানের জন্য দোয়া কোনো বোকাও করে না। জমিতে প্রাণপণ মেহনত করার পর দিল থেকেই দোয়া আসে যেন আল্লাহ তায়ালা মেহনত বরবাদ না করেন।

আল্লাহর রাজত্ব ও মানুষের খেলাফত কায়েমের জন্য মানুষকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে কাজ জান-মাল দিয়ে রাসূল (সা) ও সাহাবায়ে কেরাম আজীবন মেহনত করেছেন। আল্লাহ ও রাসূলের শেখানো দোয়াগুলো ঐ কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। ঐ কাজ না করে এসব দোয়ার অযীফা পড়া দ্বারা কিছুই হাসিল হতে পারে না। কামাই-রোজগারের জন্য চেষ্টা-তদবীর না করে সোয়া লাখবার রিযিকের দোয়া জপলে এ দোয়া কবুল হয় না। চেষ্টা করা অবস্থায় দোয়া করলে আশা করা যায় যে, দোয়া কবুল হবে। চেষ্টা না করে দোয়া করার নাম 'আমল' রাখা অর্থহীন। শুধু দোয়া করা রোজগারের 'আমল' বলে গণ্য হতে পারে না।

এ পুস্তিকায় যেসব দোয়ার সমাহার হয়েছে এর মূল্য তাদেরই বুঝে আসবে যারা ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ। এসব দোয়া তাদের প্রাণে প্রেরণা, আবেগ, হিম্মত ও জববা পয়দা করবে। এসব দোয়া যেমন তাদেরকে আরও কর্মতৎপর করবে, তেমনি তাদের কর্মতৎপরতাও দোয়া করার সময় আবেগ সৃষ্টি করবে।

দোয়া প্রার্থীর মানসিক অবস্থা

এখানে যেসব দোয়া সংকলন করা হয়েছে তা সকল দোয়া প্রার্থীর নিকট সমান আকর্ষণীয় হবার কথা নয়। সবার নিকট সব দোয়া সমান আবেগ সৃষ্টি করে না। দোয়া প্রার্থী তার মানসিক অবস্থা অনুযায়ীই দোয়া বাছাই করে থাকে। এখানে যেসব দোয়া বাছাই করা হয়েছে তা ঐসব দোয়া প্রার্থীরই মনে খোরাক যোগাতে পারে যাদের যাবতীয় কর্মতৎপরতার পেছনে নিম্নরূপ মানসিক অবস্থা বিরাজ করছে–

১. জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সবসময় সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই প্রভু, মনিব, হুকুমকর্তা ও মাবুদ হিসেবে মেনে চলার মধ্যেই আমার জীবনের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

২. আল্লাহ তায়ালাকে মেনে চলার ব্যাপারে মুহাম্মদ ﷺ-কেই একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ হিসেবে অনুকরণ ও অনুসরণ করে চলবে। এ আদর্শকে অনুকরণ করার উদ্দেশ্যেই সাহাবায়ে কেরাম (রা) বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশিদীনকে বাস্তব নমুনা মনে করে।

৩. আখিরাতে চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্যই আমার দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য। মহান মনিবের সন্তুষ্টি, রাসূল ﷺ-এর শাফায়াত এবং জান্নাতে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ লোকদের সঙ্গ লাভই আখেরাতের সাফল্যের আসল লক্ষ্য।

৪. রাসূল ﷺ স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের জামায়াতকে নিয়ে ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার যে উদাহরণ রেখে গেছেন এর সত্যিকার অনুকরণ ছাড়া আখেরাতে ঐ সাফল্য কিছুতেই আশা করতে পারি না।

৫. আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের আন্দোলনে আমার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করলাম। আমার জীবন ও মরণ আল্লাহ তায়ালারই জন্য উৎসর্গ করলাম।

৬. আল্লাহর দরবারে শহীদই নবীর পর শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী বলে আমি মনিবের নিকট ঐ মর্যাদারই কাংগাল।

৭. মহান মনিবের নিকট হাযির হবার একমাত্র পথই হলো মৃত্যু। তাই মৃত্যু কামনার ধন, ভয়ের বিষয় নয়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসবে না, আর যখন আসবে তখন কেউ ফিরাতে পারবে না। তাই মৃত্যুকে ভয় করা অর্থহীন। মৃত্যুকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করাই ঈমানের দাবি। আল্লাহর পথে মৃত্যুই গৌরবময়। কোনো বিপদই মৃত্যুর চেয়ে বড় নয়। প্রত্যেক বিপদই আল্লাহর অনুমতি নিয়েই আসে। তাই একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করি। আর কোনো কিছুই ভয়ের কোনো পাত্র নয়।

(আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ. প্র.)

আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ۚ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন, এটা এমন একটি গ্রন্থ যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার মধ্যে বিভিন্ন সময়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এসব শুনে সে লোকদের লোম শিউরে উঠে যারা তাদের রবকে ভয় করে। তারপর তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়।[8]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ঘোষণা–

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ـ

৪. ৩৯–সূরা যুমার : আয়াত-২৩।

নিঃসন্দেহে যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল (অর্থাৎ, ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে) তাদেরকে যখন এটা শুনানো হয় তখন তারা অবনত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ওঠে মহিমা আমাদের প্রভুর। আমাদের রবের অঙ্গিকার তো পূর্ণ হয়েই থাকে এবং তারা নতমুখে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা শুনে তাদের বিনয় আরো বেড়ে যায়।[৫]

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা–

أُولَـٰئِكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ز وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَاۤئِيْلَ ز وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ط اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ـ

এরাই হচ্ছে নবীগণ আদম সন্তানদের মধ্য থেকে যাদের ওপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের বংশধরদের থেকে, আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলের বংশধরদের থেকে, আর এরা ছিল তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলাম এবং বাছাই করে নিয়েছিলাম। এদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন করুণাময়ের আয়াত এদেরকে শুনানো হতো তখন কান্নারত অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়ত।[৬]

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, (কিয়ামতের দিন) যেদিন আল্লাহ্‌র ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো

৫. ১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১০৭-১০৯।
(১০৭ নং আয়াতটি সিজদার আয়াত)

৬. ১৯–সূরা মারইয়াম : আয়াত-৫৮। (আয়াতটি সিজদার আয়াত)

ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণির মানুষকে তাঁর (আল্লাহর) ছায়াতলে তিনি আশ্রয় দিবেন।[৭] আর তারা হলো–

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক,[৮] ২. ঐ যুবক যে আল্লাহর বন্দেগীতে বেড়ে উঠেছে, ৩. ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদে যেতে ব্যাকুল থাকে।[৯] ৪. দু'জন ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্যই পরস্পরকে ভালোবাসে, সাক্ষাত করে এবং সে অবস্থায়ই

---

৭. শায়খ আলবানী "আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব" গ্রন্থে বলেন, আল্লাহর ছায়ার পরিধি হলো তার প্রভুত্বের/মালিকানার পরিধি। প্রতিটি ছায়াই তাঁর ছায়া, তাঁর সম্পত্তি, তাঁর সৃষ্টি এবং কর্তৃত্ব। [অর্থাৎ, আল্লাহ এ ছায়ার মালিক। যে বিষয়টি এখানে জোর দেয়া হয়েছে তা হলো, এটা (ছায়া থাকাটা) আল্লাহর প্রতি কোনো বৈশিষ্ট্যের আরোপ নয় এবং এটা হলো 'আল্লাহর গোলাম', 'আল্লাহর ঘর' ইত্যাদি শব্দগুলোর মতো। তাই ছায়া আল্লাহর বাড়তি কোনো গুণ নয় তবে এটিকে তাঁর সাথে সংযুক্তির উদ্দেশ্য হলো স্বাতন্ত্র্য ও মহত্ত্বের প্রকাশ, যা দ্বারা তাকে অন্য সকল সাধারণ ছায়া থেকে আলাদা বুঝায়।]
এখানে যে ছায়াকে বুঝানো হয়েছে তা তাঁর (আল্লাহর) আরশের (বসার স্থানের) ছায়া যা অন্য একটি হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যে দিনের কথা বলা হয়েছে তা কিয়ামতের দিন, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং সূর্য তাদের খুব নিকটে চলে আসবে এবং তারা তখন প্রচণ্ড গরম অনুভব করবে ও ঘামতে শুরু করবে। একমাত্র তাঁর ছায়া ব্যতিত আর কোনো ছায়া সেখানে থাকবে না।

৮. শায়খ আলবানী তার 'আত তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি (শাসক) হলেন এমন ব্যক্তি যিনি বহু মানুষের ওপর কর্তৃত্ব খাটানোর অধিকার রাখেন। আর তিনি প্রকৃত অর্থেই মুসলিমদের ভালো ও কল্যাণ সাধনে পেরেশান থাকেন। হাদীসটি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের (অন্য ব্যক্তিদের প্রথমে) কথা দিয়ে শুরু হওয়ার কারণ হলো তাঁর লোকের (হাদীসের অন্য লোকদের চেয়ে) ব্যাপক কল্যাণ সাধনের সুযোগ রয়েছে। ঐ শাসকের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে সে তার শাসনকার্যে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করবে কেননা তাছাড়া সে ন্যায়পরায়ণ হতে পারবে না। তাই এ ব্যাপারে আল্লাহর বিধান মেনে নিতে সাবধান হও।

৯. শায়খ আলবানী তার 'আত তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে বলেন, অর্থাৎ মসজিদের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা আছে এবং মসজিদে জামায়াতে নামায আদায়ে সে সচেষ্ট থাকে।

পৃথক হয়।[১০] ৫. এমন পুরুষ যে উচ্চ বংশের ও সুন্দরী রমণীর কুপ্রস্তাব এ বলে ফিরিয়ে দেয় যে "আমি আল্লাহকে ভয় করি"।[১১] ৬. এমন ব্যক্তি যে এত গোপনে দান করে যে তার বাম হাত জানে না তার ডান হাত কী দান করল।

৭. এবং এমন ব্যক্তি নিভৃতে আল্লাহর স্মরণে আল্লাহর ভয়ে যার নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হয়।[১২]

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না এমনকি দুধ দোহন করার পর আবার তা স্তনে ফেরত যাবে (তবুও সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না)। আর জিহাদের ময়দানের ধূলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনই একত্র হবে না।[১৩]

---

১০. শায়খ বলেন, "আল্লাহর জন্য সাক্ষাত করা এবং আল্লাহর জন্য পৃথক হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাদের সাক্ষাত এবং তারা উভয়েই পৃথক হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ভালোবাসার ওপর স্থির থাকে। তাদের প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে তাদের এ ভালোবাসা আল্লাহর (পথে কাজের) জন্য আর এটাই তাদের সাক্ষাত ও পৃথক হওয়ার অন্যতম শর্ত।

১১. আলবানী বলেন, উচ্চ বংশের এবং সুন্দরী রমণী থেকে তার কামনা-বাসনা নিবৃত রাখতে গিয়ে এটা মুখের কথা কিংবা অন্তরের কথাও হতে পারে। উচ্চ বংশ ও সুন্দরী বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ, সে খুবই কাঙ্ক্ষিত এবং তাকে পাওয়াও অনেক কঠিন। বাস্তবতা হলো একজন পুরুষ তাকে (এ রকম নারী) পেতে অন্তরে কামনা করে এবং মুখেও প্রকাশ করে।

১২. বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য সূত্র থেকে বর্ণিত। এ হাদীস সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত অধ্যায়ের জন্য সহীহ আত তারগীব (১/২০১) দেখা যেতে পারে।

১৩. আত তিরমিযী হতে বর্ণিত, তিনি একে হাসান সহীহ হাদীস বলেছেন। আন নাসায়ী শরীফেও হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। আল হাকীম বলেছেন এর বর্ণনার ধারাবাহিকতা সহীহ। আল মুনযিরী কর্তৃক আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থেও উদ্ধৃত করা হয়েছে। শায়খ আলবানীও একে আল মিশকাত গ্রন্থে (৩৮২৮) ও আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে বিশ্বাসযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, ঐ দু'চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (এক) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দেয়। (দুই) যে চোখ সারারাত আল্লাহর পথে পাহারায় সতর্ক থাকে।[১৪]

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুটি চোখকে জাহান্নামের আগুনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এক. আল্লাহর ভয়ে যে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে, দুই. যে চোখ সারারাত ইসলামের স্বার্থে বা কাফেরদের থেকে একটি পরিবারের নিরাপত্তা দিতে পাহারায় থেকেছে।[১৫]

আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে দুটি ফোটা ও দুটি চিহ্নের চেয়ে অধিক প্রিয় কিছু নেই। এক ফোটা অশ্রু যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভয়ে ঝরে পড়ে এবং এক ফোটা রক্ত যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে প্রবাহিত হয়। তেমনিভাবে দুটি চিহ্ন, একটি হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য সহ্য করা হয়। আরেকটি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-নিষেধ পালন করতে গিয়ে যে (আঘাতের) চিহ্ন পাওয়া হয়।[১৬]

উসমান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুবা[১৭] তাদের জন্য যারা তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যারা তাদের বসবাসের

---

১৪. আত তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত এবং শায়খ আলবানী আল মিশকাত ও আত তারগীবে একে সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

১৫. আল হাকীম রচিত আল মুসতাদরাক গ্রন্থে উদ্ধৃত এবং আরো অনেকেই উদ্ধৃত করেছেন। শায়েখ আলবানী তার আত তারগীব গ্রন্থেও একে সহীহ বলে স্বীকার করেছেন।

১৬. ইমাম তিরমিযী একে হাসান বলে উদ্ধৃত করেছেন। শায়খ আলবানীও একে বর্ণনার ধারাবাহিকতায় হাসান বলেছেন তার আল মিশকাত গ্রন্থে এবং আত তারগীব গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।

১৭. এটা জান্নাতের একটি গাছ। এর বিস্তৃতি প্রায় একশত বছরের পথের সমান। জান্নাতবাসীদের পোশাক এ গাছে শুকাতে দেয়া হয়। রাসূল ﷺ-এর বাণী, "তুবা হলো জান্নাতের একটি বৃক্ষ, এর সীমা একশত বছরের দূরত্বের সমান। এবং জান্নাতবাসীদের পোশাকাদি এখানে শুকাতে দেয়া হয়।" ইমাম আহমদ এবং আরো অনেকেই উদ্ধৃত করেছেন. এটা হাসান লি গায়রিহী। 'আস সাহীহা'তে শায়খ আলবানীও উদ্ধৃত করেছেন

ঘরটিকে যথেষ্ট মনে করে (অর্থাৎ, বাসস্থানেই তৃপ্ত) এবং যারা নিজেদের ভুলের জন্য (গুনাহের ভয়ে) আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে।[১৮]

উকবা ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কিসে মুক্তি পাওয়া যায়? রাসূল ﷺ উত্তরে বলেন, তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখলে, তোমার ঘরে (সম্পত্তিতে) সন্তুষ্ট থাকলে এবং তোমার ভুল-ভ্রান্তিতে আল্লাহর কাছে কাঁদলে।[১৯]

আত্মার কাঠিন্যর ব্যাপারে সতর্ক হও

আত্মার কঠিনতার ব্যাপারে সতর্ক হোন, কেননা এটা (কাঠিন্য) আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। তাই আপনার আত্মাকে কঠিন হওয়া থেকে রক্ষা করুন এবং হৃদয় কঠিন করতে পারে এমন সবকিছু থেকে সতর্ক থাকুন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেন ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে না নেন সেদিকেও সাবধান থাকুন।

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ لا وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ـ

"যারা মু'মিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের ওপর সুদীর্ঘকাল

---

১৮. ইমাম তাবরানী তার "আল আওসাত আস সাগীর" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন এবং এর বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে হাসান বলেছেন। আল মুনজিরী (র) "আত তারগীব ওয়াত তারহীব" গ্রন্থেও হাদীসখানা সম্পৃক্ত করেছেন। শায়খ আলবানী সহীহ আত তারগীব-এ একে হাসান বলে ঘোষণা করেছেন।

১৯. ইবনে আল মুবারাক 'আয যুহদ' গ্রন্থে ইমাম আহমদ আত তিরমিযী গ্রন্থে এবং আরো অনেকেই হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন। এটি একটি সহীহ হাদীস এবং শায়েখ আলবানী আস সাহীহা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন।

অতিক্রান্ত হয়েছে অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই উদ্ধত ও অবাধ্য।[২০]

এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় আবু হাজিম উল্লেখ করেছেন আমের ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের (রা) তার পিতার মাধ্যমে জ্ঞাত হন যে, ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন।

তারা (মু'মিনরা) তাদের মতো যেন না হয়ে যায় ইতোপূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের ওপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে তাই বলে কি তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল? আর তাদের অধিকাংশই ছিল উদ্ধত্য ও অবাধ্য।[২১]

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা এ পৃথিবীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং আল্লাহর সতর্কবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।[২২]

(আল্লাহর ভয়ে) অশ্রু বিসর্জন[২৩] আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা/করুণা যা তিনি তাঁর বান্দার হৃদয়ে ঢেলে দেন।

উমামা ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একবার নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তাঁর একজন মেয়ে এক দূত মারফত খবর পাঠালেন যে, তার ছোট্ট এক ছেলে সন্তান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। রাসূল ﷺ ঐ দূতকে বললেন, তুমি তাঁর (রাসূল ﷺ-এর মেয়ের) কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বল যে, আল্লাহ যা কিছু দেন বা নেন এটা তাঁর (আল্লাহর) ব্যাপার।

---

২০. সূরা– হাদীদ : আয়াত-১৬।

২১. সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে সহীহ হিসেবে উল্লিখিত।

২২. ইমাম আল বাগাবী তার তাফসীর গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।

২৩. ইবনে কাইয়্যুম বলেন, কান্না অনেক প্রকারের। যেমন, ১. অনুগ্রহ অনুকম্পার কান্না, ২. ভীতি ও ভক্তির কান্না, ৩. প্রেম ও প্রীতির কান্না, ৪. আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের কান্না, ৫. উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও মানসিক আর প্রত্যেক বস্তুরই একটি নির্ধারিত আয়ুষ্কাল রয়েছে। সুতরাং যাতনার কান্না, যে বেদনার বিষ এ হৃদয় সহ্য করতে পারে না। ৬. দুঃখের কান্না, ৭. ক্লান্তি-শ্রান্তি ও দুর্বলতার কান্না, ৮. প্রতারণার কান্না–যে প্রতারণার শিকার হলে চোখ অশ্রুতে ভারি হয়ে উঠে, হৃদয় ফেটে যায়। ৯. যারা কান্না ও অর্থের বিনিময়ে কান্না, যেমন কিছু অর্থের বিনিময়ে শোক প্রকাশ করে। [অনুবাদকের নোট : ইসলাম পূর্ব আরবের একটি প্রথা ছিল এমন, কোনো মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করতে লোক ভাড়া করা হতো,

তাকে ধৈর্যধারণ করতে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনে আল্লাহর পুরস্কারের কথা স্মরণ করতে বলো। পরে বার্তাবাহক রাসূলের ﷺ কাছে ফিরে আসলেন এবং বললেন, সে আল্লাহর কসম করে আপনাকে তার কাছে যেতে বলেছে। তাই রাসূল ﷺ তার উদ্দেশ্যে সাদ ইবনে উবাদা ও মু'আজ ইবনে জাবাল রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করলেন এবং আমি নিজেও তাদের সাথে গেলাম। ছোট্ট বালকটিকে নবী ﷺ-এর কাছে আনা হলো। বালকটি তখন গোঙানির মতো শব্দ করছিল[২৪] যেন মৃত্যুর পূর্বে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে।[২৫] তৎক্ষণাৎ রাসূলের ﷺ চোখে জল ছল ছল করে উঠে। এ দৃশ্য দেখে সাদ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এটা কী? (অর্থাৎ, এ কান্না কিসের কান্না?) তিনি উত্তরে বললেন, এটা আল্লাহর ক্ষমা/দয়া যা আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে ঢেলে দেন। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর দয়া সে বান্দার মধ্যে রাখেন যে দয়ালু।[২৬]

কান্নাকাটি ও মাতম করার জন্য, যা একটি আবেগঘন ও কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করত। আর এটা করা হতো এজন্য, যেন লোকেরা মনে করে নিহত ব্যক্তিটি খুব জনপ্রিয় ছিল এবং তাকে লোকেরা খুব ভালোবাসে। নবী ﷺ নবুয়তের পর এ কুসংস্কার বন্ধ করেন। ১০. ঐক্যমতের কান্না, যখন কেউ দেখে কোনো একটা ব্যাপারে লোকেরা কান্নাকাটি করছে তখন সেও তাদের কান্নায় শরিক হয় কান্নার কারণ না জেনেই। (জাদ আল মাআদ থেকে ঈষৎ সংক্ষিপ্ত)।

২৪. গোঙানির শব্দ (আল কা'কা) : কোনো কিছুর (মৃদু) নড়াচড়া যেখান থেকে শব্দ কানে আসে। যে অর্থটি এখানে নেয়া হয়েছে তা হলো বিক্ষোভ ও আন্দোলন। তিনি (কথন/বর্ণনাকারী) বুঝাতে চেয়েছেন : প্রত্যেকবার নিঃশ্বাসে শিশুটি দীর্ঘ নয় সাথে সাথেই আরেকটি নিঃশ্বাস নেয় যা তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। (আন নিহায়া থেকে সংকলিত)

২৫. নিঃশ্বাসের শব্দটি ছিল পুরনো কোনো (তরল পদার্থের) পাত্রের (যেমন কলস, মাটির হাড়ি ইত্যাদি) মধ্য হতে আসা শব্দের মতো।

২৬. বুখারী ও মুসলিম শরীফ হতে বর্ণিত।

নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর কান্না[২৭]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বলেছেন, 'কুরআন তিলাওয়াত কর! তাই আমি সূরা আন নিসা তিলাওয়াত করতে লাগলাম যতক্ষণ না এ আয়াতে পৌছলাম।

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا .

"তখন কেমন হবে যখন আমরা প্রত্যেক জাতি থেকে এক একজন সাক্ষী আনব এবং তাদের ওপর আপনাকে (মুহাম্মদ ﷺ-কে) সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাব।"[২৮]

এরপর আমি তাঁর (নবী ﷺ-এর) দিকে তাকালাম এবং লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর দু'চোখ পানিতে ভরে উঠছে।[২৯]

---

২৭. ইবনুল কাইয়ুম তার "যাদ আল মাআদ" গ্রন্থে বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কান্না ছিল তার হাসির মতোই (নিঃশব্দের)। তিনি শব্দ করে কাঁদেননি এবং তার কণ্ঠস্বরও উচ্চ হয়নি। একেবারে তার (মুচকি) হাসির মতোই ছিল কান্না, যাতে কোনো শব্দ হয়নি। তথাপি তার চোখ পানিতে ভরে উঠেছিল। যতক্ষণ না তা ঝরে পড়েছিল। আর সে কান্নার শব্দ ছিল (পানির/চায়ের) কেতলি থেকে তা (পানি/চা) ঢালার শব্দের মতো আর সে শব্দ ভেসে আসছিল তার বুকের মধ্য থেকে। মৃতের রুহের মাগফিরাত কামনায় তিনি (রাসূল ﷺ) কাঁদতেন। (কিয়ামতের ময়দানে) উম্মতের (কঠিন মুহূর্তের) ভয় ও সমবেদনায় তিনি কাঁদবেন। আল্লাহর প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ও ভয়ের কারণে তিনি কাঁদবেন। এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতে কারীমা শুনে তিনি কেঁদে উঠেন। বস্তুত এ কান্না হলো গভীর আকুতি, ভালোবাসা ও আনন্দের কান্না যাকে বিশেষ রূপ দিয়েছে আল্লাহর ভয় বা খাশিয়াহ।

২৮. সূরা–৪ নিসা : আয়াত-৪১।

২৯. বুখারী মুসলিম এবং অন্যান্য অনেক সূত্র হতে বর্ণিত।

এ গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটির একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, আবু সাঈদ (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন নবী আসেন যার সঙ্গী থাকবে দু'জন পুরুষ এবং আরেকজন নবী আসেন তার সাথে থাকবে তিনজন এবং এ রকম কম-বেশি থাকবে (অন্য নবীদের সাথে)। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি তোমার উম্মতের কাছে আমার বার্তা পৌছে দিয়েছ? সে (নবী) উত্তর করবে 'হ্যাঁ'। তখন তার উম্মতকে ডাকা হবে, আল্লাহর এ বাণী তোমাদের কাছে পৌছানো হয়েছিল? তখন তারা উত্তরে বলবে 'না'। তখন সে নবীকে জিজ্ঞাসা করা হবে 'কে' তোমার জন্য সাক্ষ্য দিবে? (সে) নবী উত্তরে বলবেন 'মুহাম্মদ ﷺ ও তার উম্মত (আমার জন্য সাক্ষ্য দিবে)। ফলে ডাকা হবে নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতকে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে "তোমরা কি এ (অন্য নবীদের বাণী) সম্পর্কে জানতে? তারা (উম্মতে মুহাম্মাদী) উত্তরে বলবে 'হ্যাঁ'।

তখন আবারো প্রশ্ন করা হবে তোমরা কিভাবে সে সম্পর্কে জানতে পারলে? তারা উত্তরে বলবে আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ সে বিষয়ে আমাদের জানিয়েছেন এবং আমরা তা বিশ্বাস করেছি।" তিনি (আবু সাঈদ) বলেন, এ ঘটনাটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআন মাজীদে বলেছেন, আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে (মুসলিমদেরকে) একটি মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি যাতে করে তোমরা সমগ্র মানবজাতির সাক্ষী হতে পার আর মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারেন.....[৩০-৩১]

আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল মিকদাদ ছাড়া বদর যুদ্ধের দিন আমাদের সাথে আর কোনো অশ্বারোহী ছিল না। আমাদের সবাই ঘুমাচ্ছিল (রাতের বেলা) শুধু আল্লাহর রাসূল ﷺ ছাড়া। তিনি একটি গাছের নিচে নামায পড়ছিলেন আর ফজর হওয়ার আগ পর্যন্ত কাঁদছিলেন।[৩২]

---

৩০. সূরা আল বাকারা (২) : ১৪৩

৩১. ইবনে মাজাহ ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত এবং ইমাম বুখারী এ ধরনের একটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন আর এটা আস সাহীহাতেও রয়েছে।

৩২. ইবনে খুজায়মাহ তার সহীহ'তে উদ্ধৃত করেছেন। শায়েখ আলবানী একে তার সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় একবার সূর্য গ্রহণ হলো। তিনি (রাসূল ﷺ) সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাতে তিনি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন মনে হচ্ছিল যেন তিনি রুকুতে যাবেন না। এরপর তিনি রুকুতে গেলেন (এত দীর্ঘ সময় ধরে) মনে হচ্ছিল যেন তিনি আর রুকু থেকে মাথা তুলবেন না। এরপর তিনি রুকু থেকে মাথা তুললেন (এ অবস্থায়) দীর্ঘক্ষণ থাকলেন আর মনে হচ্ছিল যেন তিনি আর সিজদায় যাবেন না। এরপর তিনি সিজদায় গেলেন এবং এত দীর্ঘক্ষণ সেজদায় কাটালেন মনে হচ্ছিল তিনি আর মাথা উঠাবেন না এবং বসা অবস্থায় এত দীর্ঘক্ষণ কাটালেন যেন মনে হচ্ছিল তিনি আর সিজদায় যাবেন না। তারপর তিনি আবার সিজদায় গেলেন এবং এত দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকলেন যেন মনে হচ্ছিল তিনি আর মাথা তুলবেন না।

এরপর তিনি জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন এবং এ বলে কাঁদতে লাগলেন ইয়া আল্লাহ! আপনি কি প্রতিজ্ঞা করেননি যে, যতক্ষণ আমি তাদের মধ্যে আছি ততক্ষণ তাদের কোনো শাস্তি দিবেন না? প্রভু! আপনি কি আমাকে এ ওয়াদা দেননি যে, যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে ও আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করব ততক্ষণ আপনি কোনো শাস্তি দিবেন না? যখন তিনি দু'রাকাত নামায শেষ করলেন তখন সূর্যগ্রহণ দূর হয়ে গেল এবং তিনি তখন দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং তাসবীহ পাঠ করলেন। এরপর বললেন, চন্দ্র ও সূর্য হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি নিদর্শন, তারা (চন্দ্র ও সূর্য) কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে গ্রহণ করে না। তাই যদি তুমি তাদের গ্রহণ হতে দেখ, তাহলে আল্লাহর নাম স্মরণে মশগুল হয়ে যাও।[৩৩]

---

৩৩. হাদীসটি আশ শামাইল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আন নাসায়ী শরীফে সালাতিল কুসূফ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। শায়েখ আলবানী মুখতাসার আশ শামায়েল-এ বলেন, আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন, দেখুন সহীহ আবু দাউদ শরীফ। ইবরা আল যালীল গ্রন্থে এর কিছুসংখ্যক লেখক হাদীসটিকে বর্ণনার ধারাবাহিকতা সূত্রে সংগ্রহীত। এছাড়া সূর্য গ্রহণের নামাযে প্রতি রাকাআতে দুই রুকু এটা ইবনে আমর এবং আরো অনেকের নিকট হতে বর্ণিত সূর্যগ্রহণ অনুচ্ছেদের হাদীসগুলোতে লিপিবদ্ধ রয়েছে যা বিশুদ্ধ দুটি হাদীস

বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি একদল মানুষের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী উদ্দেশ্যে তারা এখানে একত্রিত হয়েছে? বলা হলো, 'একটি কবর খুড়ার জন্য'। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিস্মিত ও আতঙ্কিত অবস্থায় তার সাহাবায়ে কেরামের সামনে কবরের পাশে চলে গেলেন এবং হাটু গেড়ে বসে পড়লেন সেখানে। তিনি কী করেছেন তা দেখার জন্য আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তার চোখের জলে মাটি ভিজে না যাওয়া পর্যন্ত কাঁদতে লাগলেন এরপর তিনি আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে আমার ভাইয়েরা! এমন একটি দিনের জন্য প্রস্তুত হও।[৩৪]

আবদুল্লাহ ইবনে আশ শিখখির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমাদের সাথে সালাত আদায়ে পেয়েছি এবং আমি তাঁর বুকের মধ্য হতে আসা কান্নার আওয়াজ শুনেছি, যা অনেকটা পাত্রে ফুটন্ত পানির শব্দের মতো।[৩৫]

গ্রন্থে ও অন্যান্য সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে। আর আমি (লেখক) এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে 'সিফাতু সালাতিল কুসূফ' নামক একটি পুস্তিকায় সংকলন করেছি। এ বইয়ে আলোচিত হয়েছে যে, রুকু একবারই উল্লিখিত হয়েছে, এটা একটি দুর্বল বর্ণনা যা, অনেকগুলো শক্তিশালী বর্ণনার বিপরীত।

৩৪. বুখারী শরীফের 'আততারীখ' অনুচ্ছেদে, ইবনে মাজাহ, আহমদ এবং অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। এটি একটি হাসান হাদীস যা শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার 'আস সাহীহা' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন।

৩৫. আবু দাউদ, আন নাসায়ী এবং ইমাম তিরমিযী আশ শামায়েলে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আল হাফিজ তার 'আল ফাতহ' গ্রন্থে বলেন : এর বর্ণনার ধারাবাহিকতা শক্তিশালী। ইবনে খুজায়মাহ, ইবনে হিব্বান এবং আল হাকীম একে বিশুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। শায়েখ আলবানী তার 'আত তারগীব ওয়াত তারহীব, গ্রন্থেও একে বিশুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন।

সাহাবায়ে আজমাঈনের ক্রন্দন/সাহাবাগণের কান্না

ইরবাদ ইবনে ছারীয়্যাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের গভীর সতর্কবাণী দিয়েছেন যা আমাদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের চোখের অশ্রু বিগলিত করেছে। তাই আমরা রাসূল ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এটা আমাদের কাছে বিদায়ী হজ্বের মতো মনে হচ্ছে, তাই আমাদেরকে আরো উপদেশ দিন। তিনি উত্তর করলেন, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহর ভয়ে ভীত হতে (তাকওয়া অর্জনে) এবং (নেতার বক্তব্য) শ্রবণ ও আনুগত্যের এমনকি যদি একজন আবিসিনিয়ার দাসকেও (কেননা আবিসিনিয়ার লোকেরা অত্যন্ত কালো ও কুৎসিত চেহারার হয়ে থাকে। বঙ্গানুবাদক) তোমাদের নেতা বানানো হয়। আর তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘায়ু হবে তারা অনেক মতানৈক্য দেখবে। তখন তোমাদের কর্তব্য হলে আমার সুন্নাহকে এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরার মতো।[৩৬] নব আবিষ্কৃত বা বিদায়াতীর (ইবাদত বন্দেগীর) ব্যাপারে সাবধান থাকবে। কেননা প্রত্যেক নব আবিষ্কার বা বিদায়াত হলো বিভ্রান্তি।[৩৭]

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নসীহত করেন যা আমরা এর আগে কখনো শুনিনি। তিনি (রাসূল ﷺ) বলেন, আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি। একথা শুনার পরই সাহাবায়ে আজমাঈন তাদের মুখ ঢেকে ফেলেন এবং কাঁদতে শুরু করেন।"[৩৮-৩৯]

---

৩৬. অর্থাৎ : সুন্নাত আমলের সাথে লেগে থাকে এবং তা পালনে সংগ্রাম করা। সেই ব্যক্তির মতো যে তার মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্ত করে কোনো প্রিয় বস্তু ধরে রাখে। এ কারণে যে তা হাত ফসকে বেড়িয়ে যাবে।

৩৭. ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। সংগ্রহীত সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ সুনানে আবু দাউদ এবং সহীহ সুনানে আত তিরমিযী থেকে উৎসারিত। এছাড়াও দেখুন, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব এবং তাখরীজ অভ কিতাব আসসুন্নাহ।

৩৮. অর্থাৎ : তাঁরা (সাহাবাগণ) কেঁদেছিলেন এবং তাতে ফুপিয়ে কাঁদার মতো শব্দ হয়নি। আরবি শব্দ 'খানীন' ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ এমন শব্দ যা নাকের বাঁশি থেকে উৎপন্ন হয়। তার নাকের বদলে মুখ থেকেও সে শব্দ উচ্চারিত হতে

আবু বকর (রা)-এর কান্না

সালাতে আবু বকর (রা)-এর কুরআন তিলাওয়াত শুনাই যেত না তাঁর অত্যাধিক কান্নার কারণে। যে কথা আমরা জানতে পারি, আয়েশা (রা)-এর কাছ থেকে, তিনি (আয়েশা) বলেন, তাঁর (রাসূল ﷺ) অসুস্থতার সময় রাসূল ﷺ বলেন, আবু বকর (রা)-কে নামাযের ইমামতি করতে আদেশ কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বললাম যে, সত্যিই আবু বকর (রা) যদি আপনার স্থলে (নামাযের ইমামতিতে) দাঁড়ান তাহলে লোকেরা তার অত্যাধিক কান্নার ফলে কিছুই শুনতে পাবে না। তাই (হে রাসূল ﷺ! আপনি দয়া করে) উমর (রা)-কে ইমামতি করতে বলুন। নবী মুহাম্মদ ﷺ আবারো বললেন, "আবু বকরকে নামাযে ইমামতির আদেশ দাও।"

এরপর আয়েশা (রা) হাফসা (রা)-কে বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলুন যে, "যদি আবু বকর (রা) আপনার স্থলে ইমামতিতে দাঁড়ান তবে লোকেরা তার কান্নার কারণে তাঁর কথা কিছুই বুঝবে না। তাই উমর (রা)-কে নামাযের ইমামতির আদেশ দিন। হাফসা তাই করলেন এবং রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, চুপ কর! তোমরাতো দেখছি ইউসুফ (আ)-এর উম্মতের মতো।[৪০] আবু বকরকেই নামাযে ইমামতি করার আদেশ দাও।" তারপরে হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, "তুমি কাজটি আমার জন্য

পারে (আন নিহায়াহ)। আল হাফিজ 'আল ফাতহ' গ্রন্থে বলেন, শব্দটি 'হ' উচ্চারণে 'হানীন' হিসেবে যার অধিকাংশই সহীহ আল বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে আর আল কাশমীহানী 'খ' উচ্চারণে 'খানীন' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যার প্রথমটি বুকের মধ্য থেকে আসা কান্নার শব্দ বুঝতে, আর দ্বিতীয়টি নাকের মধ্য হতে আশা কান্নার শব্দ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৩৯. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত।

৪০. আল হাফিজ 'আল ফাতহ' গ্রন্থে বলেন. আয়েশা (রা) ও ইউসুফ (আ)-এর উম্মতের মধ্যকার সাদৃশ্য হলো, মিশরের তৎকালীন বাদশাহ আজীজের স্ত্রী (তার শহরের) কিছু সংখ্যক নারীকে রাজপ্রাসাদে দাওয়াত করলেন। তাদের সম্মানে রাজসিক খাবারের আয়োজন করা হলো। তার (স্ত্রীর) আসল উদ্দেশ্য হলো ঐ নারীদেরকে হযরত ইউসুফের অপরূপ সৌন্দর্য দেখানো। আয়েশা (রা)-এর

ভালো করলে না।" (অর্থাৎ, আমাকে লজ্জায় ফেলে দিলে/রাসূলের অপছন্দ হয় এমন কথা বলতে বাধ্য করলে।)[৪১]

অপর একটি বর্ণনায় আছে, 'সত্যিই আবু বকর (রা) একজন কোমল স্বভাবের মানুষ যদি সে আপনার স্থানে আসে তবে সে নামাযে ইমামতি করতে পুরোপুরি সক্ষম হবে না বলে আশংকা করছি।[৪২]

উমর (রা)-এর কান্না

উমর (রা)-এর কান্না মসজিদের শেষ কাতার থেকেও শোনা যেত যা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা)। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-এর নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে কান্নার (মৃদু) শব্দ শুনতে পেতাম পেছনের কাতার থেকেও। বিশেষ করে যখন এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন।

তিনি বললেন, আমি আমার দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্টের ফরিয়াদ আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে করছি না।[৪৩-৪৪]

পিতাকে নামাযের ইমামতির দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখতে রাসূল ﷺ-কে অনুরোধ করার বাহ্যিক উদ্দেশ্য ছিল যে (আবু বকরের কোমল মনের মানুষ হওয়া) ঈমানদাররা (মুসল্লীরা) তার কান্নার কারণে নামাযের তিলাওয়াত শুনতে পাবে না। তদুপরি এখানে পূর্ণাঙ্গ অর্থ হলো (আয়েশা (রা)-এর আসল উদ্দেশ্য ছিল তিনি সংকিত ছিলেন যে অন্য সাধারণ লোকেরা) রাসূল ﷺ-এর ওফাতের অশনি সংকেত যেন দেখতে না পায়। এটাই আশংকারী বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে, আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যতটা সম্ভব আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দৃঢ়তার সাথে অনুরোধ করেছিলাম। কারণ এটা আমার একটুও বুঝে আসছিল না যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর স্থানে অন্য কাউকে লোকেরা গ্রহণ করে নিতে পারবে। প্রায়ই আমি ভাবতাম যে অন্য কাউকে রাসূল ﷺ-এর স্থানে দেখতে পেলে লোকেরা (রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর) একটা অশনি সংকেত ভেবে নেবে। তাই আমি চেয়েছিলাম রাসূল ﷺ যেন আবু বকরের (তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার) ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। ইমাম মুসলিমও হাদীসখানা বর্ণনা করেন।

৪১. ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।

৪২. বুখারী শরীফ হতে বর্ণিত।

৪৩. সূরা ইউসুফ (১২) : ৮৬।

উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর কান্না

উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর মুক্ত দাস হানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উসমান ইবনে আফফান (রা) কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন তাঁর দাড়ি ভিজে না যাওয়া পর্যন্ত কাঁদতেন। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা শুনেছেন কিন্তু কাঁদেননি। অথচ এখন (কবরের আলোচনা শুনে) কাঁদলেন, কেন?" তিনি উত্তরে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "কবর হলো পরকালীন জীবনের প্রথম ধাপ, যদি কেউ এখানে রক্ষা পায় তাহলে পরবর্তী ধাপগুলো আরো সহজ হয়। আর যদি কেউ এখানে রক্ষা না পায় তবে পরবর্তী পর্যায়গুলো হবে আরো ভয়াবহ।" তিনি (রাসূল ﷺ) আরো বলেন, "আমি কবরের চেয়ে অধিক আতংকের জায়গা আর দেখিনি।"[৪৫]

আয়েশা (রা)-এর কান্না

ইবনে হারিস যিনি নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর ভাতিজা, বর্ণনা করেন যে, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, যদি আয়েশা (রা) এটা ত্যাগ না করে তবে আমি তাকে বয়কট করব (অর্থাৎ, তার কাছে আর আসব না)।

আয়েশা (রা) জানতে চাইলেন, সত্যিই কি তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা)) একথা বলেছেন? লোকেরা উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ'। আয়েশা

---

৪৪. মুয়াত্তাক ও জাযম গ্রন্থে ইমাম বুখারী উদ্ধৃত করেছেন এবং শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানী কর্তৃক তার আল মুখতাসার গ্রন্থে বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত। তিনি বলেন, সাঈদ ইবনে মানসূর হাদীস "ফজরের সালাতের সময়" উল্লেখ করে একে বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রের সাথে সংযুক্ত করেছেন। ইবনে মুনযির অন্য এক সূত্র থেকে একই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বায়হাকীও একটি বিশুদ্ধ সূত্র থেকে বর্ণনা করেন এবং এটা উল্লেখ করেন যে, তা ছিল এশার সালাতের সময়। আসলে ঘটনাটি দুই ওয়াক্তের সময়ই ঘটতে পারে।

৪৫. ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হতে বর্ণিত, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গারীব হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানী 'আল মিশকাত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেন, এর বর্ণনার ধারাবাহিকতা বিশুদ্ধ হাসান।

(রা) তখন বললেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা)-এর সাথে আর কথা বলব না। যখন এ (কথা না বলার) বিরতি দীর্ঘ হচ্ছিল তখন (এ অবস্থা নিরসনে) আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের তার (আয়েশা (রা)-এর) পরিচিত কোনো মধ্যস্থতাকারী খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু আয়েশা (রা) একথা শুনে বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি কোনো (তার নিয়োজিত) মধ্যস্থতাকারীকে মেনে নেব না। আর আমি আমার শপথ ভেঙে কোনো পাপও করব না। এরপর যখন এ বিরতি আরো দীর্ঘ হচ্ছিল (এবং মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন) তখন তিনি মিসওয়ার ইবনে মাকরামা এবং বনী যোহরার গোত্র থেকে আগত আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুসের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেন, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আল্লাহর কসম, আয়েশা (রা)-এর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। কেননা আমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার শপথ করা তার জন্য হারাম।"[৪৬]

তাই মিসওয়ার ও আবদুর রহমান তার সাথে সামনে এগিয়ে চলল। তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরকে) কাপড় দিয়ে পেচিয়ে তাদের মধ্যখানে আড়াল করে রাখল। তারা আয়েশা (রা)-এর কাছে পৌছে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে সালাম দিল "আসসালামু আলাইকুম ওরাহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুহু" আমরা কি ভিতরে আসতে পারি! আয়েশা (রা) বললেন, 'হ্যাঁ, আসুন'। তারা বললেন, আমাদের সবাই আসবে? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আপনাদের সবাই আসুন।" তিনি জানতেন না যে আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা) তাদের মধ্যে আছেন। তাই যখন তারা প্রবেশ করলেন তখন আয়েশা (রা)ও অন্য লোক মারফত জোবায়ের (রা)-এর প্রবেশের কথা জানতে পারেন।

জোবায়ের (রা) আয়েশা (রা)-কে করজোরে মিনতি করতে থাকলেন তাকে ক্ষমা করার জন্য আর কাঁদছিলেন। মিসওয়ার ও আবদুর রহমানও আয়েশা (রা)-কে জোবায়ের (রা)-এর সাথে কথা বলতে ও তাকে ক্ষমার আবেদন

---

৪৬. হাফিজ বলেন. যেহেতু সে (আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের) ছিল তাঁর (আয়েশা (রা)-এর) ভাতিজা এবং তার বেড়ে উঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল।

গ্রহণ করে নিতে অনুরোধ করতে লাগলেন। তারা তাকে বললেন, "আপনি (আয়েশা) জানেন যে নবী ﷺ (মুসলিমদের সাথে কথা না বলার মতো) সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারিতা নিষেধ করেছেন। এ কারণে যে কোনো মুসলিমের জন্য এটা হারাম যে সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথা বলবে না।"

এভাবে তারা যখন বার বার তাঁকে (আত্মীয়তার সম্পর্ক ভালো রাখা ও অন্যের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করার মাহাত্ম্য) স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন এবং অসুখী ও অস্বস্তিকর পরিবেশ যা সম্পর্ক বিনষ্টের ফলে তৈরি হয় তা তুলে ধরলেন। আয়েশা (রা)ও তাদেরকে কাঁদতে কাঁদতে তার শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন এ বলে, "আমি তো শপথ করেছি আর শপথ খুবই কঠিন ব্যাপার।" তারা তাকে নাছোর বান্দার মতো অনুরোধ করতে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের সাথে কথা বলেন। অবশেষে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের সাথে কথা বললেন এবং তার শপথ ভাঙার কাফফারাস্বরূপ চল্লিশটি দাস মুক্ত করে দেন। পরে যখনই তার [আয়েশা (রা)] শপথের কথা স্মরণ হতো তখন তিনি এত বেশি কাঁদতেন যে তাঁর চোখের পানিতে তাঁর গায়ের চাদর ভিজে যেত।[৪৭]

উম্মে আইমান (রা), তার মুনীব আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর কান্না

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাতের পর উমর (রা)-কে বললেন, চলেন, আমরা উম্মে আইমান[৪৮] (রা)-কে দেখে আসি। রাসূল ﷺ জীবিত থাকতে প্রায়ই তাকে দেখতে যেতেন। (এরপর তারা ভ্রমণে গেলেন এবং) যখন তারা ফিরবেন তখন তিনি (উম্মে আইমান) কাঁদতে শুরু করেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি

---

৪৭. বুখারী শরীফ।

৪৮. তিনি (উম্মে আইমান (রা) রাসূল ﷺ-এর শৈশবে ধাত্রী ও সেবিকার কাজ করতেন।

কাঁদছেন কেন? রাসূল ﷺ যে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন এটা কি তাঁর (রাসূল ﷺ-এর) জন্য উত্তম নয়? উম্মে আইমান উত্তরে বললেন, আমি সেজন্য কাঁদছি না এবং আমার কাছে এটাও অজানা নয় যে রাসূল ﷺ-এর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ (মৃত্যুবরণ) উত্তম; বরং আমি কাঁদছি এজন্য যে, (রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর ফলে) স্বর্গীয় রহমত পৃথিবীতে আসা বন্ধ হয়ে গেছে। একথা তাদেরকেও কাঁদতে বাধ্য করল। তারা সবাই একসাথে কাঁদলেন।[৪৯]

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর কান্না

সাদ ইবনে ইবরাহীম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) রোযা রেখেছেন এমন একদিন তার সামনে কিছু খাবার আনা হলো এবং তিনি ঘোষণা করলেন, মুসআব ইবনে উমায়ের শহীদ হয়েছেন আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। তার কাফনের কাপড় ছিল এত ছোট যে, যদি তার মাথা ঢাকা হয় পা বেড়িয়ে পড়ে আবার যদি তার পা ঢাকা হয় মাথা বেড়িয়ে পড়ে আর আমি এ দৃশ্য দেখেছিলাম। তিনি আরো বলেন, 'হামজা (রা) শহীদ হন আর তিনিও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। আর এখন পৃথিবী আমাদের জন্য অনেক প্রশস্ত হয়েছে (অথচ তাদের সময় এমনটা ছিল না)। অথবা তিনি বলেন, পৃথিবীর অনেক সম্পদ (এখন) আমাদের দেয়া হয়েছে। আর আমরা আশংকা করছি না জানি আমাদের ভালো কাজগুলোর প্রতিদান (খুব দ্রুত এ পৃথিবীতেই) দিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি খুব কাঁদতে শুরু করলেন এবং তিনি তার খাবার পরিত্যাগ করেন।[৫০]

---

৪৯. ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।

৫০. বুখারী শরীফ হতে বর্ণিত।

হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর কান্না

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান ফারসী (রা) অসুস্থতায় ভুগছিলেন। সাদ (রা) তাঁকে দেখতে এলেন। তিনি দেখলেন যে সালমান ফারসী (রা) কাঁদছেন তাই সাদ (রা) তাকে প্রশ্ন করলেন, হে আমার ভাই! আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন না? এটা কি তেমন নয়, এটা কি তেমন নয়? (অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা পূর্ব সময়ে কাফিরদের অত্যাচার-নির্যাতনের মতোই কি কষ্টকর নয়)। সালমান (রা) উত্তরে বললেন, নিম্নোক্ত দুটি কারণের কোনো কারণেই কাঁদছি না। আমি পার্থিব কোনো স্বার্থের কথা চিন্তা করে কাঁদছি না। না পরকালের প্রতি ঘৃণা নিয়ে কাঁদছি। বরং আল্লাহর রাসূল ﷺ দৃঢ়তার সাথে আমাকে আশ্বস্থ করেছেন, কিন্তু আমি নিজেকে শুধু একজন সীমালংঘনকারী হিসেবেই দেখছি। আর তোমাকে বলছি, হে সাদ! যখন তুমি বিচার করবে তোমার বিচার কার্যে আল্লাহকে ভয় করো, তোমার বিতরণ কার্যে আল্লাহকে ভয় করো যখন তুমি বিতরণ করবে। তোমার নিয়তেও আল্লাহকে ভয় কর যখন তুমি কোনো কিছু করার নিয়ত কর।[৫১]

সাবিত (রা) বলেন, 'আমি শুনেছি যে তিনি তার মৃত্যুর পর সম্পত্তি হিসেবে শুধু বিশ দিরহাম রেখে গেছেন।[৫২]

আবু হাশিম ইবনে উতবা (রা)-এর কান্না

সামুরাহ বিন শাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হাশিম ইবনে ওতবার নিকট গেলাম আর সে ছিল তখন ছুরির আঘাতে আহত। আর মুয়াবিয়া (রা) তাকে দেখতে এলেন, আবু হাশিম (রা) তখন কাঁদছিলেন। মুয়াবিয়া (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে চাচা! কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে?

---

৫১. ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত (সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ) এছাড়া অন্য আরো অনেকেই বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি সহীহ। আস সহীহা থেকে উদ্ধৃত।

৫২. সহীহ সূনানে ইবনে মাজাহ হতে বর্ণিত।

ব্যাথা নাকি এ পৃথিবী। তিনি উত্তরে বললেন, 'কোনোটিই নয়', বরং আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে আশ্বস্থ করেছেন এবং আমি তা পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তিনি বলেন, নিশ্চয়ই তোমরা যে সম্পদ অর্জন কর তা লোকদের মধ্যে ভাগ হয়। প্রকৃত অর্থে তোমাদের জন্য যথেষ্ট হলো : "একজন গোলাম/চাকর এবং একটি বাহনের পশু যা আল্লাহর পথে কাজে লাগবে।" আর আমি এ সম্পদ অর্জন করেছি এবং তা সঞ্চয় করে রেখেছি। অর্থাৎ, রাসূল ﷺ ঘোষিত সম্পদের চেয়েও বেশি সম্পত্তি তিনি অর্জন করেছেন।[৫৩]

যে পথে চললে আল্লাহর ভয়ে কান্না আসে

আল্লাহর ভয়। এটা অর্জনে আন্তরিকতার সাথে কঠোর পরিশ্রম করা ও সতর্ক হওয়া[৫৪] জরুরি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, "আল্লাহকে ভয় কর আর আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।"[৫৫]

রুহুল মাআনীতে এসেছে, 'আল্লাহকে ভয় কর।' এর অর্থ হলো, তিনি যা আদেশ করেছেন তা করা এবং তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। আর 'আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন' এর অর্থ হলো, তিনি (আল্লাহ) তাঁর আইন-কানুন যা তোমাদের আকর্ষণীয় বস্তুগুলোকে ঘিরে রয়েছে। আর এ কারণেই কান্না আসবে (তোমাদের)।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

---

৫৩. ইমাম আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। শায়েখ আলবানী একে আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে 'হাসান' বলে ঘোষণা করেছেন।

৫৪. আমার রচিত 'বই দি বুক অফ সিনসিয়ারিটি" থেকে উৎসারিত। (আল ইরশাদ, ১৯৯৭. মিডলসব্রাড, ইউকে)।

৫৫. সূরা আল বাকারা (২) : ২৮২।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, "যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।"[৫৬]

এটা ভেবেও কান্না আসতে পারে। আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিন ধরনের মানুষ ঈমানের স্বাদ পাবে প্রথমতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺ কে অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসবে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি অন্য কাউকে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে। তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি জাহিলিয়াত থেকে উদ্ধারের (হেদায়েতের) পর, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মে ফিরবে না এ কারণে যে সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে চায় না।[৫৭] আর আল্লাহর ভয়ে কাঁদলে এ ঈমানী মজা পাওয়া যাবে।

জ্ঞান

مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ط اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمٰٓؤُا ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ۔

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।[৫৮]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ق
وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ز وَّ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ز
وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ط اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ
خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا ۔

---

৫৬. সূরা আনকাবুত (২৯) : ৬৯।

৫৭. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত।

৫৮. সূরা আল ফাতির (৩৫) : ২৮।

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরো বলেন, এঁরা হচ্ছেন, এমন সব নবী, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন আদম সন্তানদের মধ্য থেকে এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের বংশধরদের থেকে, আর ইবরাহীমের বংশধরদের থেকে ও ইসরাঈলের বংশধরদের থেকে, আর এরা ছিল তাদের মধ্যে থেকে যাদেরকে আমি সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলাম এবং বাছাই করে নিয়েছিলাম। এদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন করুণাময়ের আয়াত এদেরকে শুনানো হতো তখন কান্নারত অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়ত।[৫৯]

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْلَا تُؤْمِنُوْا ط اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا لا وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ـ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ـ

(হে মুহাম্মদ ﷺ) আপনি এদেরকে বলে দিন, তোমরা একে (কুরআনকে) মানো বা না মানো, যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদেরকে যখন এটা শুনানো হয় তখন তারা অবনত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে উঠে পাক পবিত্র আমাদের রব, আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি তো পূর্ণ হয়েই থাকে।" এবং তারা মুখে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা শুনে তাদের বিনয় আরো বেড়ে যায়।[৬০]

---

৫৯. সূরা মরিয়ম (১৯) : ৫৮-৬০

৬০. সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ১০৭-১০৯। (১০৭ নং আয়াতটি সিজদার আয়াত)

আবুল আ'লা আল তাঈমী এ আয়াতে কারীমা সম্পর্কে বলেন, যাকেই জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাকে তা কাঁদায় নি; বরং তাকে প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা তার উপকারই হয়েছে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জ্ঞানীর ব্যাপারে বলেন–

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْابِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জেনে নেয় যে, এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য এবং তারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং এর সামনে তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়ে; যারা ঈমান আনে অবশ্যই আল্লাহ তাদের চিরকাল সত্য-সরল পথ দেখিয়ে থাকেন।[৬১]

আবু জর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না এবং আমি যা শুনি তোমরা তা শুন না। নিশ্চয়ই আকাশের কাঁদার ক্ষমতা রয়েছে এবং সে কাঁদে।[৬২] আকাশের কোনো স্থানই হাতের চার আঙ্গুলের মতো সমান নয় তবে আল্লাহ যে স্থানে ফেরেশতা বসিয়ে রেখেছেন তা ছাড়া। আল্লাহর কসম আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা হাসতে কম, কাঁদতে বেশি এবং তোমাদের স্ত্রীদের সাথে রাত্রিযাপন করতে পারতে না। (অর্থাৎ, খুব পেরেশান থাকবে)। বরং তোমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতে এবং আল্লাহর ইবাদত ও বন্দেগীতে মশগুল থাকতে।[৬৩]

---

৬১. সূরা আল হজ্ব (২২) : ৫৪

৬২. বিশাল সংখ্যক ফেরেশতা আকাশে নামলে তা ভারী হয়ে যায় ফলে আকাশ কেঁদে উঠে।

৬৩. ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত, এটা হাসান হাদীস। শায়েখ আলবানী আস সাহীহা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বুখারী সারসংক্ষেপ আকারে উদ্ধৃত করেছেন এভাবে "যদি তোমরা তা জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা হাসতে কম. কাঁদতে বেশি।" ঠিক এভাবেই শায়েখ আলবানী উল্লিখিত সূত্রের ইঙ্গিত করেছেন।

মৃত্যুর কথা স্মরণ

নিশ্চয়ই মৃত্যু এ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। যেমন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে বলেছেন, বেশি বেশি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিলোপকারীকে অর্থাৎ, মৃত্যুকে স্মরণ কর।[৬৪] নিশ্চয়ই কেউ যখন জীবনের দুঃসময় পার করা অবস্থায় মৃত্যুকে স্মরণ করে তখন এটা (এ মৃত্যুকে স্মরণ করা) তাকে এ দুঃসময় পার হতে সহযোগিতা করবে (অর্থাৎ সে আর দুঃসময়ের যাতনা অনুভব করবে না যা সে আগে অনুভব করছিল)। যখন কেউ ধনী অবস্থায় একে স্মরণ করবে তখন এটা (মৃত্যুকে স্মরণ করাটা) তাকে শৃঙ্খলিত ও ক্লান্ত অনুভব করতে সাহায্য করবে (অর্থাৎ, এতে করে সে তার এ পার্থিব জীবনের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়বে না এবং মৃত্যু পরবর্তী যে ভয়াবহ ও গুরুভার জীবন তার জন্য অপেক্ষা করছে তার প্রতিচ্ছায়া তার ওপর প্রতিফলিত হতে শুরু করবে।)[৬৫]

আমাদের হৃদয়ে পাওয়া কোনো দুঃখ ব্যাথার আঘাত নয় বরং সুখ-বিলাসিতাই আমাদের (আল্লাহর ভয়ে) কাঁদা হতে বিরত রাখে। তাই বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ কর, সর্বদা এর (মৃত্যুর) ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকা যা প্রতিনিয়ত ধেয়ে আসছে এবং কঠিন পরিণতির কথা চিন্তা করা যাতে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে সক্ষম হও। আসলে আল্লাহ যাকে চান তার জন্য এটা (আল্লাহর ভয়ে কাঁদা) সহজ করে দেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম এমন সময় আনসারদের এক লোক রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে সালাম জানালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সবচেয়ে ভালো ঈমানদার কারা? তিনি উত্তর করলেন, যাদের চরিত্র সবচেয়ে ভালো। এরপর সে আবার প্রশ্ন করল, সবচেয়ে বুদ্ধিমান ঈমানদার কারা? তিনি উত্তর দিলেন, যারা সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং যা এর (মৃত্যুর) পর আসছে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই বুদ্ধিমান।[৬৬]

---

৬৪. ফায়াদ আল কাদীর হতে উৎসারিত।

৬৫. নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য সূত্র হতে বর্ণিত। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। তথাপি শায়েখ আলবানী বলেন, এটি সহীহ এবং এর আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে ..... ইবনে হিব্বান আল হাকীম ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত।

৬৬. শায়খ আলবানী আস সাহীহা গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন। এর বিভিন্ন বর্ণনাসূত্র বিবেচনা করে।

ধেয়ে আসা মৃত্যুর ভয়াবহতা নিয়ে গভীর চিন্তা করা

মৃত্যু নিয়ে গভীর চিন্তিত ব্যক্তিকে এর ভয়াবহতা ও আতংক বুঝতে সাহায্য করে যা শুরু হবে কবর ও বারযাখ[৬৭] এর আতংক দিয়ে (কিয়ামত দিবসের আগে কবরে যে সাময়িক অবস্থানকাল)। এটা মনে করো না যে মৃত্যু অনেক দূরে, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন এরূপ চিন্তা করা থেকে। তিনি ﷺ বলেন, জান্নাত তোমাদের যে কারোর জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটে, জাহান্নামও তেমনি।[৬৮] এ ব্যাপারে বহু বর্ণনা রয়েছে আর আমি সেখান থেকে কিছু হাদীস আবারো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে বসা ছিলাম এমন সময় জোরে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। রাসূল ﷺ তখন প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান এটা কিসের আওয়াজ শুনেছ? আমরা উত্তরে বললাম 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-ই অধিক জানেন।' তিনি ﷺ তখন বললেন, ঐটা ছিল একটি পাথর যা জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের দিকে সত্তর বছর আগে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। যা আগুনের গভীরে যেতে যেতে একটু আগে তলানীতে ঠেকল।[৬৯]

রাসূলে আকরাম ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই শিঙ্গাধারী ফেরেশতা তার চোখ,[৭০] এ কাজে নিয়োজিত হওয়ার দিন থেকেই এক দৃষ্টিতে আল্লাহর আরশের দিকে তাকিয়ে আছে (তা সাধারণ কোনো তাকানো নয়) এ ভয়ে যে কখন তাকে

---

৬৭. আমার বই "কবর, শাস্তি ও শান্তি" (ইবনে হাজম পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭, বৈরুতে, লেবানন) হতে উৎসারিত।

৬৮. বুখারী শরীফ হতে বর্ণিত।

৬৯. মুসলিম শরীফ হতে বর্ণিত।

৭০. শিঙ্গা যা ব্যাপকভাবে বেজে উঠবে (যখন বিচার দিবস এসে পড়বে)। এভাবেই বর্ণিত হয়েছে ইবনুল মোবারকের আয যুহদ গ্রন্থে ইমাম তিরমিজি, আবু দাউদ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। শায়খ আলবানী আস সাহীহা গ্রন্থে একে সহীহ হাদীস বলেছেন।

শিঙ্গায় ফুঁক দিতে আদেশ করা হয়। আর তার চোখ দুটো দুটি উজ্জ্বল তারকার মতো।[৭১]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, কিভাবে আমি আরাম-আয়েশের জীবন-যাপন করতে পারি যখন শিঙ্গাধারী ফেরেশতা তার ঠোঁটে শিঙ্গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার মাথা উঁচুতে তুলে ধরে আছে (শিঙ্গায় ফুঁক দিতে আল্লাহর) নির্দেশ শুনতে। তাই যখনই তাঁকে আদেশ করা হবে তখনই সে তাতে ফুঁক দিবে। একথা শুনে উপস্থিতগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ তখন আমাদের কী বলতে হবে? তিনি ﷺ উত্তরে বললেন, (তখন তোমরা) বলবে, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট ও তিনিই উত্তম অভিভাবক। হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। (আরবি দোয়া– হাসবুনাল্লাহা নে'মাল ওয়াকীল। নে'মাল মাওলা ওয়া নে'মান্নাসীর।)

আমানতু বিল্লাহ ইয়া আল্লাহ/রাব্বি। এবং সম্ভবত সুফিয়ান (রা) বলেছিলেন, "আমানতু বিল্লাহ।"[৭২]

কিভাবে নবী ﷺ সুখী মনে থাকবেন ও আর কিভাবেই বা স্থিরচিত্তের (ভাবলেশহীন) থাকবেন! কিভাবে তিনি এরূপ থাকবেন যেখানে মানুষ আল্লাহর বিধান লংঘন করে পাপ করছে তদুপরি, শিঙ্গাধারী ফেরেশতা ইতোমধ্যে তার মুখে শিঙ্গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় যে নির্দেশ পেলেই সে তা বাজাবে।

আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) সকল কান্না পাঠিয়ে দেয়া হবে জাহান্নামীদের কাছে যার দ্বারা জাহান্নামীরা তাদের চোখ শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কাঁদতে থাকবে। তারপর তারা কাঁদলে রক্ত ঝরবে, যতক্ষণ না তাদের চোখে-মুখে রক্তে মাখামাখি হয়ে গর্ত হয়ে যায়। আর যদি কোনো জাহাজ সেখানে ছেড়ে দেয়া যায় তবে তা চলতে পারবে।[৭৩]

---

৭১. আল হাকীম ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। আস সাহীহা গ্রন্থে আলবানী কর্তৃক সহীহ স্বীকৃত।

৭২. আস সহীহা গ্রন্থে শায়েখ আলবানী হাদীসটি উদ্ধৃত করেন।

৭৩. ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত, শায়খ আলবানী একে সহীহ আত তারগীব ও ওয়াত তারহীব গ্রন্থে 'হাসান' বলেছেন। আস সাহীহা গ্রন্থে উদ্ধৃত।

অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হে মানুষ কাঁদো! যদি তোমাদের কান্না না আসে তবে কান্নার ভাব কর। কেননা, জাহান্নামবাসীরা কাঁদবে যতক্ষণ না চোখের পানিতে কপাল ভিজে যায়, যেন তারা ভাসছে, এভাবে চোখের পানি ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কাঁদবে। এরপর (চোখ দিয়ে) রক্ত প্রবাহিত হবে তারপর চোখগুলোতে ক্ষত/গর্ত দিয়ে ভরে যাবে।"[৭৪]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসীরা মালিক নামক এক ফেরেশতাকে ডাকবে, কিন্তু সে চল্লিশ বছরের মধ্যে কোনো উত্তর করবে না। এরপর সে বলবে, 'তোমরাইতো এখানকার (উপযুক্ত) অধিবাসী।' এরপর তারা তাদের প্রভুকে ডাকতে থাকবে এ বলে, হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এখান থেকে মুক্তি দিন। যদি আমরা (আবার পৃথিবীতে) ফিরে যাই তবে (অপরাধ করার সুযোগ থাকলেও) আমরা বাধ্যগত থাকব। তাদের আহ্বানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দীর্ঘকাল কোনো সাড়া দিবেন না। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলবেন, 'দূর হও! জাহান্নামেই থাক আর কোনো কথা বল না।' অতঃপর জাহান্নামীরা সব আশা ত্যাগ করবে আর তখন শুধু তাদের গগনবিদারী হাহাকার ও কান্নার আওয়াজ ভেসে আসবে। তাদের কেউ হয়ে যাবে গাঁধার মতো (কর্কশ), প্রথমে তারা তীব্র কর্কশ কণ্ঠে কাঁদবে আর পরে তা বিলাপের মাধ্যমে শেষ হবে।[৭৫]

আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের সবার সম্মুখে এক অলঙ্ঘনীয় বাঁধা রয়েছে আর

---

৭৪. সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন।

৭৫. 'আত তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে আল মুনযিরী (র) বলেন, ইমাম তাবরানী হাদীসটিকে মাওকুফ হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। শায়খ আলবানী আত তালীক আর রাগীব গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন, যেখানে তিনি (আলবানী) এ হাদীস সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ টীকা উল্লেখ করেছেন।

পাপীরা সে বাধা পার হতে পারবে না।[৭৬] উম্মে দারদা (রা)-এর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি (উম্মে দারদা) বলেন, আমি তাকে (আবু দারদাকে) জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কী হয়েছে যে আপনি কিছুই চাচ্ছেন না– যেমন ঐ লোকটি এতো এতো চাচ্ছে? তিনি উত্তরে বললেন, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রয়েছে এক দুর্লঙ্ঘনীয় বাঁধা, যারা পাপের ভারে নূহ্য তারা এ বাঁধা অতিক্রম করতে পারবে না। তাই অবশ্যই আমি (আবু দারদা) সেই বাঁধা অতিক্রান্তে প্রস্তুতিস্বরূপ (দুনিয়াবি সম্পদ না বাড়িয়ে) আমার বোঝা হালকা করতে চাই।[৭৭]

এভাবে মৃত্যুর স্মরণ এবং ধেয়ে আসার মৃত্যুর ভয়াবহতা নিয়ে চিন্তা করা অবশ্য কর্তব্য।

কবর যিয়ারত করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কবর যিয়ারত করতে ইতোপূর্বে আমি তোমাদের নিষেধ করেছিলাম কিন্তু এখন থেকে তোমরা তা করবে।[৭৮] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি ﷺ বলেছেন, কবর যিয়ারত কর কেননা নিশ্চয়ই এটা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৭৯] অন্য এক বর্ণনায় তিনি ﷺ বলেন, (কবর) যিয়ারত তোমাদের পরিশুদ্ধ করবে।[৮০]

---

৭৬. আল মুনযিরী (র) 'আত তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে বলেন, ইমাম বাযর (র)-এর বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে হাসান বলেন। শায়েখ আলবানী সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

৭৭. ইমাম তাবরানী বর্ণনার ধারাবাহিকতা সূত্রে সহীহ বলেছেন, ঠিক একইভাবে আল মুনযিরী (র) 'আত তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শায়খ আলবানী সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

৭৮. ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত

৭৯. ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত

৮০. ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে শায়েখ আলবানী তার আহকামুল জানায়েয গ্রন্থে সহীহ হাদীস বলে উদ্ধৃত করেছেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি ইতোপূর্বে কবরস্থানে যেতে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু এখন (বলছি) তোমাদের কবরস্থানে যাওয়া উচিত। কেননা এতে তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা ও সতর্কবাণী।[৮১]

আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন তোমরা তাদেরকে (মৃতদেরকে কবরস্থানে) দেখতে যাবে। কেননা এতে হৃদয় নরম হয়, চোখ অশ্রুসিক্ত হয় এবং পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়।[৮২]

পরকালকেই আপনার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু বানান

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আফফান (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) মারওয়ান (রা)-কে দুপুরবেলা রেখে গেলেন, আমি বললাম : অন্য কিছু নয়; বরং সে কিছু জানতে চেয়েছে বলেই তাকে এখানে এ সময়ে রেখে যাওয়া হলো। (এ সম্পর্কে) জানতে চাইলাম তার কাছে। তিনি উত্তর করলেন, আমরা এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছি যে সব প্রশ্নের উত্তর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি। আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহও তার (ভালো-মন্দের) দায়িত্ব থেকে পৃথক থাকেন। তিনি (আল্লাহ) তার (ব্যক্তির) চোখের সামনে দরিদ্রতাকে তুলে ধরেন আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যা তাকদীরে লিখে রেখেছেন তা ব্যতিত ঐ ব্যক্তির জন্য আর কিছুই আসবে না।

আর যে ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির (ভালো-মন্দের) দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করে, তাকে অন্তরের সমৃদ্ধি দান করেন, আর পৃথিবী তার কাছে ছুটে আসে আকুল হয়ে।[৮৩]

---

৮১. ইমাম আহমদ ও হাকীম কর্তৃক বর্ণিত।

৮২. আল হাকীম ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত, শায়খ আলবানী তার আহকামুল জানায়েয গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

৮৩. ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান কর্তৃক বর্ণিত। শায়খ আলবানী আস সহীহা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের পরম ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ তার যাবতীয় অভাব-অনটনের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর যে ব্যক্তির আগ্রহ-আরাধনা হয়েছে পার্থিব বিষয়াদি তবে আল্লাহ তার বিষয়ে কোনো জামিনদার নন।[৮৪]

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে নিজেকে মগ্ন রাখো আমি তোমার অভাব দূর করে দেব আর তোমাকে ধন-সম্পত্তি দিয়ে পূর্ণ করে দেব। আর যদি তুমি তা না কর তবে আমি তোমাকে দুর্নীতি ও অস্থিরতা দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার দরিদ্রতা দূর করব না।[৮৫]

মহিমান্বিত কুরআন নিয়ে গবেষণা করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا .

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।"[৮৬]

কুরআন নিয়ে গভীর ধ্যান করা ক্রন্দনের পর্যায়ে পৌছার একটি শক্তিশালী উপায়। (গবেষক) ব্যক্তির জন্য এটা অপরিহার্য যে একটি নির্দিষ্ট তাফসীরের প্রতি ঝোকে থাকা, নিয়মিত আলেমদের এবং তাফসীর ভালো বুঝেন এমন লোকদের শরণাপন্ন হওয়া। আর কুরআন এমনভাবে তিলাওয়াত করা যেন আপনার প্রতি তা নাযিল হয়েছে যেভাবে পড়েন অনেক বিজ্ঞ আলেম।

---

৮৪. ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। শায়েখ আলবানী আল মিশকাতে উল্লেখ করেছেন।

৮৫. ইমাম তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। এটি একটি সহীহ হাদীস যা শায়খ আলবানী তার আস সহীহা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৮৬. সূরা মুহাম্মদ (৪৭) : ২৪

Contents

আয়েশা (রা) হতে একটা উদাহরণ আছে, তিনি (আয়েশা (রা)) বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বসল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমার কিছু দাস-দাসী আছে। তারা আমাকে মিথ্যা বলে, আমার অবাধ্য হয় আর আমার কথা শুনে না। যখন আমি একথা জানতে পারি তখন তাদেরকে তিরস্কার করি ও বেত্রাঘাত করি। এখন আমাকে বলুন আসলে তাদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত।

আল্লাহর রাসূল ﷺ উত্তরে বলেন, কী কারণে তারা তোমার অনাস্থাভাজন, কী কারণে তারা তোমার অবাধ্য ও কী কারণে তারা তোমার সাথে মিথ্যা বলে তোমার শাস্তির বিবরণ জানা উচিত। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের সমান হয় তবে ভারসাম্যের মাত্রা সমান হয়েছে। এতে তোমার জন্য (পরকালে) কোনো প্রাপ্তি নেই, তোমার বিরুদ্ধেও কিছু (শাস্তি) নেই। আর যদি তোমার প্রদত্ত শাস্তি তাদের অপরাধের চেয়েও বেশি না হয় তবে তা তোমার জন্য (অর্থাৎ, তোমার পক্ষে ভালো)। আর যদি তোমার প্রদত্ত শাস্তি তাদের অপরাধের (প্রাপ্য শাস্তির) চেয়েও বেশি হয় তবে তা তোমার বিপক্ষে (কিয়ামতের দিন ক্ষতিকর হবে)। লোকটি তখন পিছনে ফিরে কাঁদতে শুরু করল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি আল্লাহর কিতাব থেকে এ লাইনটি পড়নি–

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ
شَيْئًا ط وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا .

"…. এবং আমরা কেয়ামতের দিন ন্যায়-বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব, ফলে কারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।"[৮৭]

৮৭. সূরা আম্বিয়া (২১) : ৪৭

লোকটি উত্তরে বলল, আল্লাহর কসম, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি নিজের ও তাদের (দাস-দাসীদের) জন্যও ভালো কিছু দেখছি না তার চেয়ে বরং তারা আমাকে ছেড়ে চলে যাক। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে (আমি ঘোষণা দিচ্ছি) তারা সবাই মুক্ত।[৮৮]

ইবনে উআইনাহ বলেন, যখন মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তিনি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, তাই তারা আবু হাজিমকে ডাকলেন। যখন তিনি আসলেন ইবনে মুনকাদির তাঁকে বললেন, অবশ্যই আল্লাহ্ বলেছেন–

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ـ

“আল্লাহ্ কর্তৃক এটা (পরকাল) তাদের কাছে স্পষ্ট হবে যে বিষয়ে তারা ধারণা করতে পারেনি।”[৮৯]

আর আমিও সংকিত যে আমার সামনেও সেসব বিষয় তুলে ধরা হবে যা বুঝে উঠতে পারিনি (অর্থাৎ অবচেতন মনে করা পাপ)। এরপর তারা উভয়ে কাঁদতে শুরু করেন।[৯০]

মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শুনা এবং হৃদয় প্রশান্ত করে এমন বই বেশি করে পড়া।[৯১]

---

৮৮. ইমাম তিরমিজি একে সহীহ বলেছেন এবং সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে আলবানীও একে সহীহ বলেছেন।

৮৯. সূরা আল যুমার (৩৭) ৪৭

৯০. ইবনে আবু হাতিম হতে বর্ণিত ও ইবনে আবিআদ-দুনিয়া আরো উল্লেখ করেছেন যে, তার (মুনকাদিরের) পরিবার তাকে বলেছিল যে, আমরা আপনাকে ডেকেছি তাঁর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা কমাতে কিন্তু আপনি তা বাড়িয়ে দিলেন।” আর তিনি তাদেরকে তাও অবগত করালেন যা তিনি (মুনকাদির) তাঁর সাথে বলেছিলেন।

৯১. এ বইগুলোর মাঝে ইবনে মুবারকের ‘আযযুহদ’, ইমাম আহমদের ‘আয যুহদ’, আত শয়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ'র আততুহফাতুল ইরাকিয়্যাকিল আ'মালিল ক্বালবিয়্যাহ, ইবনে কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ'র রচনাবলি, তাওদীব মাওবীদাতিল মুমিনীন মিন ইহইয়া ‘উলূমুদ্দীন যেটা লিখেছেন কাসিমী, শায়েখ আবদুল আযীয আস সালমানের বইগুলো, মুহাম্মদ সালিহ আল মুনাজ্জাদের রচনাসমগ্র এ বিষয়ে।

শয়তানকে দূর করা নিঃসন্দেহে হৃদয়কে কোমল করতে ও অশ্রু বিসর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এক বর্ণনায় এসেছে, এক লোক হাসান (রা)-এর কাছে অভিযোগ করল যে তার অন্তর খুব শক্ত। তাই তিনি তাকে বললেন, "বেশি বেশি আল্লাহর যিকির (স্মরণ) কর।" তিনি আরো বললেন, যিকির বা স্মরণ জ্ঞানার্জনে নতুন জীবন দান করে এবং অন্তরে 'খুশু' সৃষ্টি করে। মৃত অন্তর নতুন জীবন পায় আল্লাহর স্মরণে যেমন মৃত ভূ-পৃষ্ঠ নতুন জীবন পায় বৃষ্টিতে।[৯২]

ক্ষমা চাওয়া ও নিজেই নিজের হিসাব নেয়া

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনার এ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও সুগঠিত করতে। সেই সঙ্গে আমাদের আত্মাকে দৃঢ় ও মজবুত করতে (ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন)। সবচেয়ে সত্যবাদী হলো সে যে ক্ষমা চায়, এভাবে সে আরো খুশু (নম্রতা) অর্জন করে, আরো বেশি তার অন্তর নরম হয়।

বেশি বেশি আল্লাহর কাছে (মোনাজাতে) ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া মানে রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করা।[৯৩] আর এটাও দরকার যে ব্যক্তি নিজেই নিজের

---

৯২. এ সংক্রান্ত চমৎকার আলোচনার জন্য দেখুন 'লাতাইফ আল মাআ'রিফ' গ্রন্থের 'যিকর ও দোয়ার উপকারিতা' অধ্যায়টি।

৯৩. তাঁর ﷺ এ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত : আল্লাহর শপথ আমি ক্ষমা চাই আল্লাহর নিকট এবং অনুতপ্ত এ দিনে অন্তত সত্তরবার।" ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি ﷺ আরো বলেন, অবশ্যই আমার হৃদয় ভরে যায় এবং নিশ্চয়ই আমি দিনে ১০০ বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। 'ভুলে যাওয়া'র যে উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হয়েছে তিনি তার ঊর্ধ্বে আর সাধারণ মানুষের বেলায় তা ঘটে থাকে। নবী ﷺ-এর অন্তর সবসময়ই আল্লাহ সুবহানাহু ও তায়ালার স্মরণে ভরে থাকে। যদি কখনো মাঝে মাঝে স্বাভাবিক মানবিক প্রবৃত্তি ভর করে সেটা দৈবিক ঘটনামাত্র। আর সবসময় তাঁর ﷺ মাথায় উম্মতের, ইসলামের চিন্তা ওয়া এর কল্যাণের কথা থাকে। আর এ মানবিক প্রবৃত্তিকেই তিনি অপরাধ গণ্য করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকেন (আন নিহায়াহ)।

অপরাধের হিসাব নিবে, যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ـ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের জন্য সে কী প্রেরণ করে তা নিয়ে চিন্তা করা।[৯৪]

আল্লাহ আমাদের আদেশ করেছেন আমাদের নিজেদের হিসেব নিজেদেরকে নিতে, ভালো কাজ করতে, কিয়ামতের দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে।

যেমন– আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন–

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ـ

আমি শপথ করছি সেই কিয়ামত দিবসের। আরও শপথ করি সেই মনের যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।[৯৫]

ইকরিমা এ আয়াতে কারীমা'র ব্যাখ্যায় বলেন, 'ভালোমন্দ' উভয় অবস্থায় নিজেকে দোষ দেয়া, চাই সেটা তুমি নিজে কর বা না কর। সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা) বলেন, ভালো-মন্দ উভয় কাজেই নিজেকে দোষ দেয়া, মুজাহিদ বলেন, 'অতীতের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং নিজেকে সেজন্য অভিযুক্ত করা।' [৯৬]

---

৯৪. সূরা হাশর (৫৯) : ১৮

৯৫. সূরা কিয়ামাহ (৭৫) ঃ ১-২

৯৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর হতে উদ্ধৃত। ইংরেজি অনুবাদকের নোট : নাফসে লাওয়ামাহ : অর্থাৎ আত্মসমালোচক আত্মা– শব্দটি আরবি মূল শব্দ 'লাম' বা 'লাওয়াস' থেকে এসেছে যার অর্থ নিজেকে বা অন্যকে দোষ দেয়া এবং তীক্ষ্ণ সমালোচনা করা। এভাবে যখন আল্লাহ আত্মসমালোচক আত্মার শপথ করে বলেন, তখন ঐ বাক্যে এমন এক ব্যক্তিকে বুঝায় যে নিজের কর্মকাণ্ড সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করে এবং নিজেকে প্রবলভাবে সমালোচনা করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, অবশ্যই বিশ্বাসীরা তাদের অপরাধ দেখতে পায় যেন সে কোনো পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে আছে যেন তা এক্ষুণি তার উপর ভেঙ্গে পড়বে। আর (অবিশ্বাসী) পাপীরা তাদের অপরাধকে দেখে যেন নাকের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর সে এটা করে এভাবে গর্ব অনুভব করে। আবু শিহাব[৯৭] বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) 'সে এটা করে এভাবে' বলে একটা অঙ্গভঙ্গি করেন তার কর্মটি ব্যাখ্যা করে বুঝাতে গিয়ে) "তিনি [ইবনে মাসউদ (রা)] তার হাত নাকের সামনে দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যান।"[৯৮]

বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, তোমার হিসাব নেয়ার আগে নিজেই নিজের হিসাব নাও। আর নিজেই নিজের আমলনামার পরিমাপ কর তোমার আমল পরিমাপ করার পূর্বে।[৯৯]

বর্ণিত হয়েছে যে, মায়মুন ইবনে মিহরান বলেন, একজন আল্লাহর বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ব্যবসায়িক পার্টনারের চেয়ে বেশি সূক্ষ্মভাবে ও গুরুত্ব সহকারে নিজের আমলিয়াতের হিসাব-নিকাশ না করবে, দু'জন ব্যবসায়ী তাদের নিজেদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসেব করে।[১০০]

এছাড়াও, ঈমানদারেরা আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী থাকবে। সত্যিই সহজ হবে তার জন্য, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে নিজের হিসাব নিজে করত আর কিয়ামতের দিন কঠিন হবে তার জন্য যে ব্যক্তি পৃথিবীতে নিজে নিজের হিসাব করত না।[১০১]

---

৯৭. আবু শিহাব এ বর্ণনার একজন বর্ণনাকারী।

৯৮. ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।

৯৯. ইমাম তিরমিযী কর্তৃক 'তামরীজ' আকারে, দেখুন তুহফাতুল আহওয়াদী হাদীস নং ২৫৭৭

১০০. ইমাম তিরমিযী কর্তৃক 'তারমীজ' আকারে দেখুন, তুহফাতুল আহওয়াদী হাদীস নং ২৫৭৭

১০১. 'হাসান' হিসেবে উদ্ধৃত। এর অর্থ সহীহ।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুনাহের ব্যাপারেও সতর্ক হও। কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ছোটখাট গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক হও, নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুনাহকারীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একদল মানুষের মতো যারা একটি উপত্যকায় অবতরণ করেছে। তাদের একজন একটি লাঠি নিল এরপর আরেকজন একটি লাঠি নিল এরপর আরেকজন এভাবে সবাই তাদের রান্নার জন্য অনেক লাঠি জমা করল। এটা হলো তাদের ক্ষুদ্র গুনাহের ধারণার মতোই, কেননা ছোট ছোট গুনাহের বিশালাকার স্তূপই প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হবে (যেমনিভাবে লাঠিগুলোর স্তূপ আগুন ধরানোর জন্য যথেষ্ট ছিল)।[১০২]

যথাযথভাবে নামায আদায় করা[১০৩]

আবু আইয়ুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল এবং বলল, "আমাকে সংক্ষেপে কিছু শিখিয়ে দিন।" রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, "যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে তখন মনে করবে যেন তুমি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছ, আর এমন কোনো শব্দ মুখে উচ্চারণ করনা যেজন্য তোমাকে ক্ষমা চাইতে/বিব্রত হতে হয়। আর অন্যের যা আছে তা কামনা কর না।"[১০৪]

সে নামায কতই না চমৎকার, যে নামাযে নামাযী পৃথিবী ও তার আকর্ষণ ভুলে যায়, আর স্মরণ করে মৃত্যুর কথা, ফলে তার হৃদয় নরম হয় এবং চোখে অশ্রু ঝরে।

---

১০২. ইমাম আহমদ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ এবং শায়খ আল বানী একে সাহীহা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১০৩. আমার (মূল লেখক) বই : দি প্রেয়ার ইটস ইফেক্টস ইন ইনক্রিয়েজিং ঈমান এন্ড পিউরিফাইং দ্যা সৌল (নামায-আত্মার পরিশুদ্ধকরণে এবং ঈমান বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা) (আল-হিদায়াহ পাবলিশিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, ১৯৯৫ বার্মিং হাম, ইউকে)।

১০৪. ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আবু নূইয়াম 'আল হিলায়াহ' গ্রন্থে উল্লিখিত। এটি একটি হাসান হাদীস যা শায়খ আলবানী 'আস সাহীহা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

তাহাজ্জুদে কান্না

হুজদ মানে ঘুম। তাহাজ্জুদ মানে ঘুম ত্যাগ করা। এ থেকেই শেষ রাতের নামাযকে তাহাজ্জুদের নামায বলা হয়। রাতের তিন ভাগের দু'ভাগ শেষ হলে এ নামাযের সময় শুরু হয় এবং সেহরীর শেষ সময় পর্যন্ত চলে। সময়টা এমনভাবেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, ঘুম থেকে জেগেই এ নামায আদায় করতে হয়। এ নামাযকে কিয়ামুল লাইলও বলা হয়, যেহেতু রাতে দাঁড়িয়ে এ নামায আদায় করা হয়।

সকল নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদই শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস পেশ করা হলো–

١. اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلٰوةُ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ ـ (اَحْمَد)

১. "ফরয নামাযের পর শেষ রাতের নামাযই শ্রেষ্ঠ।"– (আহমদ)

٢. اَشْرَفُ اُمَّتِىْ حَمَلَةُ الْقُرْاٰنِ وَاَصْحَابُ اللَّيْلِ ـ (الْبَيْهَقِىْ)

২. "আমার উম্মতের সবচেয়ে সম্মানিত হলো কুরআনের ধারক ও বাহক এবং রাতের অধিবাসী (রাত জেগে ইবাদাতকারী)।" – (বায়হাকী)

٣. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلٰوتِ الْمَكْتُوْبَةِ ـ اَلتِّرْمِذِىْ)

৩. "জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কোন দোয়া সবচেয়ে বেশি মকবুল। জওয়াব দিলেন, শেষ রাতের ও ফরয নামাযের পরের দোয়া।" –(তিরমিযী)

٤. عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَّكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّاٰتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْاِثْمِ ـ

৪. "রাত জাগা তোমাদের কর্তব্য। এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের তরীকা, তোমাদের রবের নৈকট্য, আগের গুনাহের কাফ্‌ফারা এবং গুনাহ করা থেকে বিরত রাখার উপায়।" (তিরমিযী)

٥۔ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ امْرَاَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ۔

رَحِمَ اللّٰهُ امْرَءَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّٰى فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ۔ (ابو داود ونسائى)

৫. "আল্লাহ্ ঐ লোকের উপর রহ্‌ম করুক যে রাতে উঠে, নামায আদায় করে ও তার স্ত্রীকে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে। যদি সে উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানি ছিটায়।

আল্লাহ ঐ মহিলার উপর রহ্‌ম করুক যে রাতে উঠে, নামায পড়ে ও তার স্বামীকে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে। যদি সে উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানি ছিটায়।" – (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

আসলেই শেষ রাতে উঠা আল্লাহর সাথে মহব্বতের সম্পর্কেরই প্রতীক। দুনিয়া যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ঘুমের স্বাদ ও বিছানার মায়া ত্যাগ করা তার পক্ষেই সম্ভব যে আল্লাহর মহব্বতের কাংগাল। এ স্বাদ যে পায় তার পক্ষে এটা কঠিন মনে হয় না।

নিজেকে কাঁদাও[১০৫]

আর জেনে রাখুন যে, নিজেকে কাঁদানোর প্রতিদান সত্যিকারের কান্নার চেয়ে কম হবে তথাপি আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া পরবশ হতে পারেন। আর এটাই কান্নার উপায়। কেননা যে ব্যক্তি নিজেকে কাঁদায় সে মূলত নিজের নফসের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করে এবং নিজের জবাবদিহিতা নিজে নেয় এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টা চালায়।

আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ -

যারা আমার জন্য (আল্লাহর পথে) সংগ্রাম সাধনা করবে তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাব।"[১০৬]

অতএব যে ব্যক্তিই তার অন্তরকে কাঁদাতে চেষ্টা করবে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে কায়মনো বাক্যে কাঁদতে এবং এক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে সঠিক পথ নির্দেশ প্রদান করবেন।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, হে মানুষ! কাঁদো, যদি তোমার কান্না না আসে তবে কান্নার ভান কর। অবশ্যই জাহান্নামীরা ততক্ষণ পর্যন্ত কাঁদবে যতক্ষণ না তাদের গাল ভিজে যায়, অশ্রু

---

১০৫. কান্নার প্রকারভেদ তুলে ধরে ইবনে কায়্যিম, যারা বিনীত হয়ে কাঁদেন তাদের সম্পর্কে বলেন। তিনি যাদ আল মা'আদ গ্রন্থে বলেন, এটা (কান্না) হতে পারে দু'ধরনের, (এক) প্রশংসনীয়, (দুই) নিন্দনীয়। প্রশংসনীয় কান্নায়, হৃদয়ের কোমলতা ও গভীর আল্লাহভীতি বৃদ্ধি কামনা করা হয় এবং এ কান্না মানুষকে শোনানো বা দেখানোর জন্য হয় না। অন্যদিকে অপছন্দনীয় কান্নায়, কান্না (কৃত্রিমভাবে) তৈরি করা হয় .... এভাবে বদরের যুদ্ধবন্দীদের প্রতি উমর (রা)-এর

১০৬. সূরা আনকাবুত (২৯) : ৬৯

প্রবাহিত হয় এবং শুকিয়ে যায়। এরপর (চোখ দিয়ে) রক্তক্ষরণ হওয়া পর্যন্ত তারা কাঁদবে এবং তাদের চোখে গর্ত হয়ে যাবে।"[১০৭]

এ পথে চলতে তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন কাঁদতে অথবা কান্নার ভান করতে। তিনি ﷺ জাহান্নামবাসীদের কান্নার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অর্থাৎ (তিনি বলেছেন) তাদের চোখের পানি গাল বেয়ে প্রবাহিত হবে স্রোতস্বীনি নদীর মতো যতক্ষণ না তা নিঃশেষ হয়। এরপর তা শুকিয়ে রক্ত প্রবাহিত হবে এমনকি সেখানে গর্ত হয়ে যাবে।

এরপর আর তুমি কী চাইতে পার, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার কান্না (আসার) জন্য আর কী লাগবে? আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে এটা একটি গভীর ও গুরুতর হুঁশিয়ারি, এ হুঁশিয়ারি তোমার তাওবা আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া এবং কাঁদার জন্য যথেষ্ট।

আপনি কি সত্যিই এ দৃশ্য (জাহান্নাম ও তিরস্কার) থেকে নিরাপদ? আপনি কি (খালেস) বান্দা ও জান্নাতবাসী হওয়ার ব্যাপার নিশ্চিত? (নিশ্চিত না) তাই কাঁদুন এবং অশ্রু বিসর্জন দিন এজন্য নয় যে পৃথিবীতে আপনি পুরস্কৃত হবেন; বরং কেয়ামতের দিন রক্তকান্নার পূর্বেই পৃথিবীতে কাঁদুন এটা ভাবুন যে পরকালে আপনি পুরস্কৃত হচ্ছেন না (কারণ সে নিশ্চয়তা নেই)।

যদি আপনি না কাঁদের কিংবা কান্না না আসে তবে জেনে রাখুন যে আপনার ঈমান দুর্বল এবং পার্থিব আকর্ষণ আপনাকে গ্রাস করেছে আর আপনি এক মহা বিপদের মধ্যে আছেন। তাই আল্লাহর রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ুন। জীবনকে খামচে ধরুন মৃত্যুর (খামচে ধরার) পূর্বেই। খালেছ মনে তাওবাহ করুন। আল্লাহর পথে ও ভালো কাজে এগিয়ে আসুন।

ইবনে আবি মুলায়েক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর সাথে এক উপত্যকায় বসেছিলাম। তিনি

---

১০৭. শায়খ আলবানী সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন।

বক্তব্যকে উল্লেখ করা হয়, "... আর যদি আমার (উমরের) কান্না না আসে তবে আমি কান্নার ভান করি কেননা তোমরা সবাই কাঁদছ।" নবী ﷺ (উমরের) এ বক্তব্যকে অনুমোদন করেন নি। কিছু সালাফীপন্থি আলেম বলেন, "আল্লাহর ভয়ে কাঁদুন আর যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান করুন।"

[আমর (রা)] বলেন, কাঁদো, যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান কর। যদি তোমরা (জাহান্নামের শাস্তির কথা) জানতে, তবে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়তে যতক্ষণ না তোমাদের পিঠ ভেঙ্গে যায় আর ততক্ষণ পর্যন্ত কাঁদতে যতক্ষণ না কণ্ঠ শুকিয়ে যায়।"[১০৮]

বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন বদরের যুদ্ধবন্দীদের আটক করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর কাছে জানতে চান, "যুদ্ধবন্দীদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত?" আবু বকর (রা) বলেন, হে আল্লাহর নবী ﷺ! তারা আমাদের আত্মীয়। আমার মনে হয় তাদের কাছ থেকে আমাদের মুক্তিপণ নেয়া উচিত আর এ মুক্তিপণ আমাদের শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে একটি শক্তি হিসেবে কাজ করবে। আর হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে খাত্তাবের সন্তান, তুমি কী ভাবছ? আমি (উমর) বললাম, 'না, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি আবু বকরের সাথে একমত নই। আমি মনে করি আপনার উচিত আমাদেরকে তাদের ঘাড় থেকে গর্দান কেটে নেয়ার অনুমতি দেয়া।

তাই আলীকে হত্যা করতে আর আমাকে ওমুক ওমুককে (তারা উমরের আত্মীয়) হত্যা করার অনুমতি দিন। নিঃসন্দেহে তারা কাফেরদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ও সর্দার। আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু বকরের মতামত অনুমোদন করলেন আর আমার মতামত বাতিল করলেন। এর পরের দিন যখন আমি তাদের কাছে আসি, আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) একসাথে বসে আছেন এবং কাঁদছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে বলুন, কোন জিনিস আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীকে কাঁদাচ্ছে? যদি আমি এতে কান্নার কিছু পাই তবে আমিও কাঁদব আর যদি

---

১০৮. তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে তিনি বলেন : "হাকিম একে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি তাদের শর্তানুযায়ী সহীহ।" শায়খ আলবানী তার আল তালীক আর রাগীব গ্রন্থে বলেন, এটা স্পষ্ট যে, এটা একটি ভুল প্রকাশ এবং প্রসঙ্গটি এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে যেমন আল মুসতাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করা।

আমার কান্না না আসে তবে কান্নার চেষ্টা করে যাব যে কারণে আপনারা উভয়ে কাঁদছেন। নবী ﷺ বললেন, আমি কাঁদছি কারণ যে মুক্তিপণ নেয়ার পরামর্শ তোমার সঙ্গীরা দিয়েছে তাদের শাস্তিস্বরূপ তা আমাকে দেখানো হয়েছে এ গাছটির চেয়েও আরো নিকট থেকে।"

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন,

"নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দিদেরকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে।[১০৯] তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ চান আখেরাত আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। যদি একটি বিষয় না হতো যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সেজন্য বিরাট আযাব এসে পৌঁছাত।

সুতরাং তোমরা ভোগ কর গণীমত হিসেবে যে পবিত্র ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।[১১০] এভাবে আল্লাহ গণীমতকে তাদের জন্য বৈধ করলেন।[১১১]

হুঁশিয়ারী মনে রাখা

এ ব্যাপারে অনেক বর্ণনা রয়েছে তন্মধ্যে ইরবাদ ইবনে সারীয়া (রা) হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে এক সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন যার ফলে আমাদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং চোখ অশ্রুতে ভরে উঠে।

ইবনে আব্বাস (রা) নিম্নের আয়াতে কারীমাসমূহের ব্যাখ্যায় বলেন (যা ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছিল),

---

১০৯. "যতক্ষণ না তিনি দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে" এর অর্থ হলো শত্রুদের খতমকরণ বৃদ্ধি পাওয়া। তিনি আন নিহায়াহ গ্রন্থে বলেন, এর অর্থ– ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো তবে এখানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো, 'কাফেরদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা।"

১১০. সূরা আল আনফাল (৪) ঃ ৬৭-৬৯

১১১. সহীহ মুসলিম হতে বর্ণিত।

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ـ

"যারা মু'মিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদেরকে ইতোপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের ওপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।"[১১২]

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, তারা হলো এমন ব্যক্তি যারা পৃথিবীর আকর্ষণে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এবং আল্লাহর সাবধান বাণী থেকে গাফেল হয়ে রয়েছে এটা 'লাতায়েফ আল মাআ'রিফ' গ্রন্থে এসেছে, হুঁশিয়ারি হলো চাবুকের মতো যা আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে যেমনিভাবে চাবুক শরীরে আঘাত করে। আঘাত করা শেষ হওয়ার পর, একই সাথে আঘাতের প্রভাবও শেষ হবে যতক্ষণ না একজন আঘাত করেছিল। অধিকন্তু, আঘাতের ব্যথা নির্ভর করে ব্যক্তির শরীরে আঘাতের শক্তির ওপর। তাই যখনই কাউকে প্রবলভাবে আঘাত করা হয় তার ব্যথা প্রমাণস্বরূপ থেকে যায় দীর্ঘক্ষণ।

অনেক সালাফী আলেম, কোনো এক মজলিশে আল্লাহর হুঁশিয়ারি বা সতর্কবাণী (অর্থাৎ, কুরআন-হাদীসের আলোচনা) শুনার পর মজলিশ ত্যাগ করার পর একটা শান্তি, স্নিগ্ধ ও ভাব-গাম্ভীর্যতার অনুভূতি তাদের মাঝে বয়ে যেত। এরপর (অবস্থা এমন হতো যে আল্লাহর ভয়ে) তাদের কেউ খাবারও খেতে পারত না। তবে অনেকেই সেই শুনে আসা আলোচনা অনুযায়ী দীর্ঘদিন আমল করত। হাসান বসরী (র) প্রায়ই বেরিয়ে পরতেন, তিনি ছিলেন এমন মানুষ যিনি সবসময় পরকালকে যেন নিজের চোখে দেখতে পেতেন, আর মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করতেন। আর লোকেরা তার কাছ থেকে পৃথিবীকে মূল্যহীন জ্ঞান করার শিক্ষা নিয়ে ফিরে যেত।

---

১১২. সূরা আল হাদীদ (৫৭) ঃ ১৬

সুফিয়ান সাওরী (রা) তার মজলিশে প্রায়ই পার্থিব (আকর্ষণ মুক্ত হওয়ার) আলোচনা থেকে সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন।

ইমাম আহমদ ছিলেন এমন মানুষ যার মজলিশে এমনকি তার অনুপস্থিতিও পার্থিব (আকর্ষণ সৃষ্টিকারী) কোনো বিষয়াদি আলোচিত হতো না।

সালাফীদের অনেকে বলেন, "দ্বীনের আলোচনা তখনই কার্যকরী হয় যখন তা অন্তর থেকে দেয়া হয় আর তা নিঃসন্দেহে তখন অন্য একটি হৃদয়ে পৌঁছায়। তেমনিভাবে দ্বীনের আলোচনা যা শুধু জিহ্বা দিয়ে উচ্চারিত হয় তা কেবলমাত্র এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যায়।

ঘৃণা, শত্রুতা ও প্রতারণার নোংরামী থেকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা[১১৩] অবশ্যই এ কাজটির (ব্যক্তি) কাঁদাতে ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে এবং এর বিপরীতে (চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য) কাঁদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে এবং বিরত রাখবে।

বেশি বেশি নফল ইবাদত বা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করা

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহ্ বলেছেন, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব যে আমার প্রিয় ইবাদতগুজার বান্দার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। সবচেয়ে পছন্দনীয় যেসব কাজ করে বান্দাহ আমার কাছাকাছি আসতে পারে (অর্থাৎ প্রিয় হতে পারে) তা হলো, ফরজ ইবাদতসমূহ পালন করা। এরপর যে কাজ করে আমার কাছাকাছি আসতে পারে তা হচ্ছে, বেশি বেশি নফল ইবাদত করা। এরপর আমি তার শ্রবণেন্দ্রীয়তে পরিণত হই ফলে সে দেখতে পায়, তার দর্শনেন্দ্রীয়তে পরিণত ইহকালে সে দেখতে পায়, তার হাতের শক্তিতেও আমার অস্তিত্ব থাকে ফলে সে ধরতে পারে এবং চলার শক্তিতেও আমার অস্তিত্ব থাকে যার মাধ্যমে সে হাঁটতে পারে। আর যদি সে আমার কাছে কোনো কিছু চায় তবে আমি তাকে দান করি। যদি সে আমার কাছে নিরাপত্তা চায় আমি তাকে নিরাপত্তা দিই। আর আমি কোনো কাজ করতেই

১১৩. আমার (মূল লেখক) 'মিম মাওয়াকিফ আস সাহীহা' গ্রন্থের 'নম্বর ৮ : আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও জান্নাতী একজন" থেকে উদ্ধৃত।

সংকোচবোধ করি না তবে একজন মুমিন বান্দাহ'র আত্মা নিয়ে নিতে (সংকোচ করি) কেননা, সে মৃত্যুকে ঘৃণা করে আর আমি তাকে হতাশ করতে ঘৃণা করি।[১১৪]

এভাবে আপনার স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ বা নফল ইবাদতের পরিমাণ যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করুন। বৃদ্ধি করুন আপনার নামায, রোযা, যাকাত প্রদান, হজ্জ করা এবং প্রত্যেকটা ভালো কাজ যতখানি আপনি করতে সক্ষম ততখানি বৃদ্ধি করুন যাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনাকে ভালোবাসতে পারেন এবং আপনি যা চান তার জন্য কবুল করতে পারেন এবং এ সকল কিছুর প্রথমে যা আপনি আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাশা করেন তা হলো, আল্লাহ্ সুবহানাহু ও তায়ালার ভয়ে কাঁদতে পারার যোগ্যতা অর্জন করা (তার জন্যও যেন আল্লাহ্ আপনাকে কবুল করতে পারেন)।

পৃথিবীকে মূল্যহীন ও গুরুত্বহীন জ্ঞান করা এবং একে পরিত্যাগ করা অবশ্যই পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা হৃদয়ের কঠিনতার অন্যতম কারণ আর এটা (পার্থিব আকর্ষণ) ব্যক্তিকে আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্যুত করে। আর অবশ্যই পার্থিব আকর্ষণ হতে বিরত থাকুন ও পরিত্যাগ করুন অন্তরকে নরম করে এর খুশু (অনুগত ও নম্রভাব) বৃদ্ধি করে এবং কান্নায় দু'চোখ ভেজাতে সাহায্য করে।

তাই পার্থিব বিষয়াদিতে সহজেই দীর্ঘসময় কাটানো হতে সাবধান থাকুন। আপনাকে অবশ্যই পার্থিব ব্যস্ততা পরিহার করতে হবে এবং যতটা পারেন একে গুরুত্বহীন মনে করুন। আর এ পথে চলতে সাহায্য করবে এমন বই বেশি পড়ুন।[১১৫]

পার্থিব আকর্ষণ পরিহারকরণে রাসূল ﷺ-এর পথ নির্দেশ নিয়ে গভীর চিন্তা করুন। তাঁর খাদ্য, পানীয়, পোশাক, আসবাবপত্র ইত্যাদি গ্রহণে কঠোর ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন নিয়ে চিন্তা করুন।

---

১১৪. ইমাম বুখারী ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত।

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার মদীনায় হিজরতের পর কোনো একদিনও আটার রুটি খাননি তবে রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর এক নাগারে তিনদিন তা খেয়েছেন।[১১৬]

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন এবং তিনি কোনোদিন শুধু রুটি খাননি।[১১৭]

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনোদিন শুধু রুটি দিয়ে এক নাগারে দুই দিন আহার করেন নি।[১১৮]

উরওয়াহ (রা) হতে বর্ণিত, আয়েশা (রা) তাকে বলেন, "হে আমার ভাতিজা! আমরা প্রায়ই দুই মাসের মধ্যে তিনটি চাঁদ দেখতাম আর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ঘরে কোনো আগুন জ্বালানো হতো না।" আমি (উরওয়াহ) প্রশ্ন করলাম, তখন কী খেয়ে বেঁচে থাকতেন? তিনি (আয়েশা) উত্তরে বললেন, দুটি কালো বস্তু– এক. খেজুর, দুই. পানি। তথাপি রাসূল ﷺ-এর কিছু আনসার প্রতিবেশিদের গবাদিপশু ছিল, যা দুধ দিত। আর তারা প্রায়ই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্য কিছু দুধ প্রেরণ করতেন, সেখান থেকে তিনি [রাসূল ﷺ] আমাদেরকেও দিতেন।[১১৯]

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনই জানতাম না যে তিনি রাগীফ (এক ধরনের রুটি) খেয়েছেন।[১২০]

সামাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নূ'মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তুমি কি যত ইচ্ছা তত পান ও আহার কর না? অথচ আমি তোমাদের নবী ﷺ-কে দেখেছি তিনি ক্ষুধা নিবারণে ছোট এক টুকরো খেজুরও পেতেন না।[১২১] আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা ছিল পশুর পশম দিয়ে তৈরি যাতে কিছু পশমও ছিল।[১২২]

---

১১৬. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত।
১১৭. ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।
১১৮. ইমাম মুসলিম হতে বর্ণিত।
১২১. ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।
১২২. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত।

আবু বুরদাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর) আয়েশা (রা) আমাদের সামনে একটি সাধারণ জামার উপরের অংশ এবং নিচের অংশ বা পায়জামা (আরবিতে ইজার) নিয়ে আসলেন এবং তিনি বললেন, এ দুটো পড়ে রাসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেন।[১২৩] এছাড়াও এ সংক্রান্ত বহু হাদীস রয়েছে।[১২৪]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাধে হাত রাখলেন এবং বললেন, পৃথিবীতে এমনভাবে বসবাস কর যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথিক। আর ইবনে উমর (রা) প্রায়ই বলতেন যে, যদি তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাক তবে পরের দিন সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ কর না। আর যদি তুমি সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাক তবে আর সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ কর না। অসুস্থতার জন্য তোমার স্বাস্থ্য প্রস্তুত রেখ এবং মৃত্যুর জন্য তোমার জীবনকে প্রস্তুত রেখ।[১২৫]

তাই আর দেরি নয় হে আমার ভাই ও বোনেরা! একজন মুসাফির বা পথিকের ন্যায় আপনার স্বভাব, আচার-আচরণ, খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান এবং অন্যান্য যা আপনি করে থাকেন তা গড়ে তুলুন। আমাদের চোখ রাখা উচিত এবং প্রতীক্ষায় থাকা উচিত আমাদের আসল বাড়ি জান্নাতের দিকে। তাই আমাদের সন্ধ্যায় বেঁচে থাকলে (পরদিন) সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার কামনা করা উচিত নয়। এভাবে যদি আবার সকালে বেঁচে থাকি আমাদের উচিত নয় সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার কামনা করা। তাই আমাদের উচিত নয় আত্মসমালোচনা, আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার কথা এবং আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনের কথা এমনকি একটি ভালো কাজের কথাও ভুলে না যাওয়া।

---

১২৩. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত।

১২৪. আরো তথ্যের জন্য সহীহ বুখারী শরীফের 'খাদ্য' অধ্যায়ের 'রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কী খেতেন' অনুচ্ছেদ এবং 'হৃদয় বিগলিতকরণ' অধ্যায়ের কিভাবে নবী ﷺ ও তার সাহাবীগণ জীবনধারণ করতেন অনুচ্ছেদে। সহীহ মুসলিম শরীফের 'ত্যাগ ও অন্তর বিগলিতকরণ' অধ্যায় এবং 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থের অধ্যায়-৫৬।

১২৫. ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।

আমাদের উচিত আমাদের (দৈনন্দিন) জীবনকে এমনভাবে পরিচালনা করা যেন আমরা আমাদের চোখে কেয়ামতের (ভয়াবহ) দিনটি দেখতে পাচ্ছি। আমাদের উচিত অসুস্থতার জন্য স্বাস্থ্যকে প্রস্তুত রাখা এবং স্বাস্থ্যকে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লাগানো, সাথে সাথে আমাদের সবাইকে এসব জানিয়ে সচেতন করা যাতে আমরা ধেয়ে আসা মৃত্যুর ও ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেতে পারি (অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণা যাতে কম হয়)।

একজন মুসাফির যে তার দেশ, পরিবার, সন্তানাদি, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে কষ্ট করে একাকি সফর করে সে কি অন্য দেশে তার সাম্রাজ্য গড়ার জন্য এ কষ্ট করে? (অর্থাৎ অথবা একজন পথিক কি কোনো বিচ্ছিন্ন পথে প্রান্তরে বাস করে?!) (অর্থাৎ আমরা আমাদের আসল বাড়ির কথা ভুলে এ পৃথিবীতেই যেন আবাস গেড়ে বসে না যাই)।

আর আপনি, আল্লাহ আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুন– এ পৃথিবীতে একজন মুসাফির, জান্নাতের বাড়ি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন, সেখানকার স্ত্রী ও সন্তানদের নিকট থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন। আর এটা তখনই ঘটবে যখন আপনি জান্নাতবাসী হবেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে আপনি জাহান্নামের অধিবাসীদের মতো সকল কাজ করে যাচ্ছেন আর জান্নাতে আপনার কোনো বাড়ি নেই, নেই কোনো সন্তান, নেই পরিবার শুধু আছে শাস্তি; এক অকল্পনীয় খারাবি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে কেমন হবে তখন?!

তাই আরাম-আয়েশের জীবন থেকে সাবধান হোন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আরাম-আয়েশের জীবন থেকে সাবধান হও। কারণ, নিশ্চয়ই আল্লাহর (প্রকৃত) বান্দা তারা নয় যারা আরাম-আয়েশের জীবনযাপন করে।[১২৬]

অতএব আপনার জন্য প্রয়োজন 'আল বাদাদাহ' যেমন নবী ﷺ বলেন, 'ঈমান হলো আল বাদাদাহ।'[১২৭] আর 'আল বাদাদাহ' অর্থ হলো সাধারণ ও ধার্মিক জীবনযাপন করা।

---

১২৬. ইমাম আহমদ ও আবু নূআইম কর্তৃক 'হিলায়াহ' গ্রন্থে বর্ণিত শায়েখ আল বানী 'মিশকাত' গ্রন্থে বলেন, এর সনদ সহীহ।

১২৭. ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। আস সাহীহা গ্রন্থে একে সহীহ হাদীস বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

ইয়াতীমের ওপর দয়া

আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এলে তার অন্তরের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করলো। তিনি ﷺ বললেন, তুমি কি তোমার অন্তরকে কোমল করতে চাও? তোমার (জান্নাতে প্রবেশের) কামনা পূরণ করতে চাও? তবে ইয়াতীমের ওপর দয়া কর, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও এবং তোমার খাদ্য থেকে তাদেরকে খাওয়াও। ফলে তুমি তোমার অন্তরকে নরম করতে পারবে এবং তোমার কামনা পূরণ করতে পারবে।[১২৮]

হাসি কমানো

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অত্যাধিক হেসো না। কেননা অত্যাধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।"[১২৯]

এ ভয় করা যে আমার আমল নাও কবুল হতে পারে

আয়েশা (রা) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম–

وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ۔

আর যারা যা দান করবার তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে দান করে।[১৩০]

"এরা (দানকারীরা) কি সেই লোক যারা অবৈধ যৌন সম্পর্ক রাখে, চুরি করে এবং এ্যালকোহল বা মাদক গ্রহণ করে?" আল্লাহর রাসূল ﷺ উত্তরে

---

১২৮. ইমাম তাবারানী কর্তৃক 'আল কাবীর' গ্রন্থে বর্ণিত। শায়খ আলবানীর একই রকম বর্ণনা থাকায় একে বিশুদ্ধ বলে মত দিয়েছেন দেখুন 'আস সাহীহা' গ্রন্থ।

১২৯. ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। এটি সহীহ হাদীস যা আস সাহীহা গ্রন্থে আলবানী উল্লেখ করেছেন।

১৩০. সূরা আল মু'মিনূন (২৩) : ৬০

বললেন, "না হে আবু বকরের কন্যা (অথবা হে আস সিদ্দীকের কন্যা), তারা হলো সেই লোক যারা রোযা রাখে, দান-সদকা করে এবং নামায আদায় করে এ ভয়ে যে তাদের আমল কবুল নাও হতে পারে।[১৩১]

যন্ত্রণার আক্রমণের ভীতি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবার ভয় যেখানে আমি জানি না আমি কি জাহান্নামে যাব নাকি জান্নাতে।"

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রা) হতে বর্ণিত, যে আবু যর গিফারী (রা) কা'ব (রা)-এর সাথে ছিলেন তখন তিনি বলেন, "হে মানুষ! আমি জুনদুব আল গিফারী, দ্রুত এ সহকর্মী ভ্রাতার নিকট আস তিনি তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিবেন।" লোকেরা তার চারপাশে একত্রিত হলো এবং তিনি বললেন, তোমরা কি জান না যে, যদি কেউ সফরে যাওয়ার নিয়ত করে তবে সে সাথে করে কিছু সহায় সম্বল নেয়ার চেষ্টা করে যাতে সফর সহজ ও আরামদায়ক হয় ও তার গন্তব্যে পৌঁছাতে কার্যকরী হয়? তারা উত্তর করল, অবশ্যই (আমরা জানি)! এরপর তিনি বললেন, পুনরুত্থান দিবসের সফর তোমাদের নিয়তের (যে কোন সফরের) চেয়ে দীর্ঘ সফর।

আল্লাহর ভয়ে কাঁদা এবং পরকালের দুঃখ-কষ্ট ও স্মরণ সংক্রান্ত কিছু ঘটনা ও বর্ণনা[১৩২] জাফর ইবনে বুরকান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জেনেছি যে, সালমান ফারসী (রা) প্রায়ই বলতেন, তিনটি জিনিস আমাকে কাঁদায় এবং তিনটি জিনিস আমাকে হাসায়। আমি সেই লোককে দেখে হাসি যে দুনিয়ার জীবনের প্রতি আশাবাদী যদিও মৃত্যু তাকে পিছু ডাকছে। এরপর সে লোককে দেখে হাসি যে (তার প্রভুর প্রতি) অকৃতজ্ঞ যদিও সে (তার প্রভু কর্তৃক) অবহেলিত নয়। এরপর সে লোককে দেখে (হাসি আসে) যে ব্যক্তি উচ্চস্বরে হাসাহাসি করে অথচ সে জানে না সে কি তার প্রভুকে (তার কর্মকাণ্ড দ্বারা) সন্তুষ্ট করছে নাকি অসন্তুষ্ট করছে। যে তিনটি বিষয়ে আমাকে কাঁদায় তা হলো : এক. আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবায়ে

---

১৩১. ইমাম তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। এটি একটি হাসান হাদীস যা শায়েখ আলবানী আস সাহীহা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১৩২. এসব বর্ণনা 'হিলায়াতুল আবীলিয়্যাহ' গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। আমি (মূল লেখক) বাদ আস শাহিদীন গ্রন্থ থেকেও উপকৃত হয়েছি যেটি এর মূলকথা।

আজমায়ীনের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। দুই. হঠাৎ মৃত্যু যন্ত্রণায় আক্রমণের ভীতি। তিন. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবার ভয় যেখানে আমি জানি না আমি কি জাহান্নামে যাব নাকি জান্নাতে।

সুফিয়ান সাওরী (রা) হতে বর্ণিত যে, আবু যর গিফারী (রা) কা'ব (রা)-এর সাথে ছিলেন তখন তিনি বলেন। "হে মানুষ! আমি জুনদুব আল গিফারী, দ্রুত এ সহমর্মী ভ্রাতার নিকট আস তিনি তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিবেন। লোকেরা তার চর্তুপাশে জামায়েত হলো এবং তিনি বললেন, তোমরা কি জান না যে যদি কেউ সফরে যাওয়ার নিয়ত করে তবে সে সাথে করে কিছু সহায় সম্বল নেয়ার চেষ্টা করে যাতে সফর সহজ ও আরামদায়ক হয় ও তার গন্তব্যে পৌছাতে কার্যকরী হয়? তারা উত্তর করল। অবশ্যই (আমরা জানি)! এরপর তিনি বললেন, পুনরুত্থান দিবসের সফর তোমাদের নিয়তের (যে কোন সফরের) চেয়ে দীর্ঘ সফর। তাই (সহায় সম্বল) গ্রহণ কর যা তোমার এ দীর্ঘ সফরকে তোমার জন্য সহজ ও আরামদায়ক করবে। তারা বলল, "সে জিনিস কী যা আমাদের সফরকে সহজ ও আরামদায়ক করবে?" তিনি উত্তরে বললেন, যে ভয়ানক বিষয় (কেয়ামত) আসছে তার জন্য হজ্জ আদায় কর। কেয়ামতের দিনের দীর্ঘতা চিন্তা করে প্রচণ্ড গরমের দিনেও রোযা রাখ। কবরে শান্ত ও নিরব অবস্থার চেয়ে আল্লাহর কাছে রাতের আধারে দু'রাকাত নামায পড়। মহান বিচার দিবসে (দীর্ঘ সময়) দাঁড়িয়ে থাকার কথা চিন্তা করে একটি ভালো কথা বল নতুবা বাজে কথা বলা থেকে বিরত থাক। আর তোমাদের সম্পদ থেকে এ নিয়তে দান কর যে, এ জাতীয় অন্যান্য (দুর্যোগ ও দুর্ভোগ) থেকে রক্ষা পাবে।

পৃথিবীতে দু'ধরনের কাজে ব্যস্ত থেকো। এক. পরকালীন মুক্তির অনুসন্ধানে দুই. হালাল রুজি অনুসন্ধানে। তৃতীয় কোনো ব্যস্ততা তোমাকে কষ্ট দিবে বৈ উপকারে আসবে না। তাই এটা কামনা কর না।"

তোমার সম্পদ দুই দিরহামের (অর্থাৎ সীমিত সম্পদের) মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখ। যার এক দিরহাম (অর্থাৎ অর্ধাংশ) তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় কর আর এক দিরহাম পরকালীন জীবনের (ব্যয় করে) সঞ্চয় কর। তৃতীয় ধরনের কোনো দিরহাম তোমাকে কষ্ট দিবে বৈ উপকারে আসবে না; তাই তা কামনা কর না।

সালান ইবনে আবী মূতী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি পানির পাত্র হাসান (রা)-এর সামনে আনা হলো তার রোযা ভাঙ্গাতে। কিন্তু যখন তিনি এটি তার মুখের কাছে নিলেন তখন কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, আমার স্মরণে আসছে জাহান্নামীদের আকুতি, তারা বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢাল।[১৩৩]

এবং এরপর তাদের প্রতি যে উত্তর দেয়া হবে তাও আমার স্মরণ হচ্ছে।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ উভয় বস্তু (জান্নাতের পানি ও আহার) অবিশ্বাসীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।[১৩৪]

আল হাসান বলেন, নিশ্চিতভাবেই তোমার সময় অপর্যাপ্ত তোমার কাজ-কর্ম পরীক্ষিত, মৃত্যু তোমাকে খুঁজে ফিরছে এবং জাহান্নাম তোমার সম্মুখে। আর আল্লাহর কসম যা কিছুই তুমি দেখ (এ পৃথিবীতে) তাই (একদিন) চলে যাচ্ছে। তাই প্রত্যেক দিন রাতে আল্লাহর সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা কর আর লোকদেরকে নিজেদের কর্ম খতিয়ে দেখতে বল যে তারা সামনের দিনের (পরকালের) জন্য রাখছে।

তিনি আরো বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি তো কতগুলো দিনের সমষ্টি মাত্র। যখনই একটি দিন চলে যায় তোমার একটি অংশ যেন চলে যায়।"

তিনি আরো বলেন, এটা (এ উপদেশ) তার জন্যই মানানসই যে মনে করে মৃত্যু তার যাত্রাপথে দাঁড়িয়ে; সময় তার নির্দিষ্টক্ষণের অপেক্ষায় এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সমাবেশ স্থলে (কিয়ামতের মাঠে) দণ্ডায়মান হওয়া অবধারিত। আর এ ভাবনাগুলো যার মনে দীর্ঘ রেখাপাত করে (তার জন্য এ উপদেশ)।

সাবিত আল বানানী বলেন, আমরা একটি লাশ দাফন করতে যাচ্ছিলাম আর তখন শুধু দেখলাম যে লোকেরা মুখ ঢেকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। অথবা মুখ ঢেকে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করছে।

আ'মাশ বলেন, আমরা একটি দাফন-যাত্রা দেখছিলাম কিন্তু মানুষের কান্না দেখে বুঝতে পারছিলাম না যে কে আসলে আমাদের সহমর্মীতা প্রত্যাশা করছে। (অর্থাৎ, এ কান্না এত তীব্র ও বিস্তৃত ছিল যে তারা বুঝতে পারেনি কারা মৃতের নিকটাত্মীয়)

---

১৩৩. সূরা আল আরাফ (৭) : আয়াত-৫০।

১৩৪. সূরা আল আরাফ (৭) : আয়াত-৫০।

সুফিয়ান ইবনে উআইনাহ্ বলেন যে; ইবরাহীম আত তাইমী বলেন, আমি নিজেকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে লোহার শিকলে বাধা কল্পনা করতাম যেখানে লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে আর এর অধিবাসীরা যাক্কুম[১৩৫] নামক বৃক্ষে ফল খাচ্ছে (বাধ্য হয়ে) এবং জামহারীর (একটি তিক্ত ঠাণ্ডা পানীয়) থেকে পান করছে। তাই আমি বললাম, "হে আমার আত্মা! তুমি আর কী চাও? উত্তর আসে, "পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই পুণ্য কাজ করার জন্য যদ্বারা আমি জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাব।"

আবার আমি নিজেকে জান্নাতের হুরদের[১৩৬] সাথে (জান্নাতের) স্বর্ণালী কারুকাজের রেশমী পোশাক পরা অবস্থায় কল্পনা করলাম। আমি বললাম, হে আমার আত্মা! তুমি আর কী চাও? উত্তর আসল, পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই পুণ্য কাজ করার জন্য যদ্বারা এ নেয়ামত আরো বৃদ্ধি পাবে।"

অতঃপর নিজেকে বললাম, "তুমি এখন পৃথিবীতেই আছ আর তোমার ইচ্ছাগুলোও (তোমাকে ঘিরে) আছে।"

বুকায়ের অথবা আবু বুকায়ের হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ইবরাহীম আততীহমী বলেন, "যে ব্যক্তি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেনি সে যেন জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া থেকে ভয় করে। কারণ জান্নাতবাসীগণ বলবেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছেন।[১৩৭]

যারা (আল্লাহর শাস্তির) ভয় করে না তাদের জন্য এটা অত্যাবশ্যক যে জান্নাতের অধিবাসী হওয়া থেকে সতর্ক থাকে। কারণ তারা বলবে, ইতিপূর্বে আমরা আমাদের বাসগৃহে (আল্লাহর শাস্তির ভয়ে) ভীত ও কম্পিত ছিলাম।"[১৩৮]

যাকারিয়া আল আব্দী ইবরাহীম আন নাখয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তার অসুস্থতার সময়ে কাঁদতেন, আর লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করতেন, হে ইমরানের পিতা! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি উত্তরে বলতেন, কেন আমি

---

১৩৫. অনুবাদকের নোট : জাহান্নামের মাত্রাতিরিক্ত তিক্ত একটি ফল।

১৩৬. অপরূপ সুন্দর ডাগর চোখ বিশিষ্ট জান্নাতের (পুরুষের) নারী সঙ্গী যাদেরকে কোন পুরুষ বা জ্বিন স্পর্শ করেনি।

১৩৭. সূরা আল ফাতির (৩৫) : ৩৪

১৩৮. সূরা আত তূর (৫২) : ২৬

কাঁদবো না যখন আমি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহকের (ফেরেশতার) অপেক্ষায় আছি যে আমাকে জানাবে হয় এটা না হয় ওটা (অর্থাৎ, হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম)।

হিশাম ইবনে হাসান বলেন, যখন মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসিকে বলা হলো, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কোন অবস্থায় জেগে উঠেন? তিনি উত্তরে বললেন, একজন মানুষের একটি চিন্তাই থাকতে পারে যে, সে প্রতিদিনই পরকালের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে।

আল্লাহর ভয়ে কাঁদার সুফল

যারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে তাদের জন্য এতে অনেক সুফল রয়েছে। আল্লাহর ভয়ে অশ্রুসিক্ত করে ব্যক্তি অনেকভাবে লাভবান হতে পারে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হলো ....।

১. আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যাতিত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।

২. তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এমনকি জাহান্নামের আগুন তাদেরকে স্পর্শও করবে না।

৩. তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালোবাসা অর্জনে সফল হবে। যেমনটি নবী করীম ﷺ বলেন, "আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে দুটি ফোঁটা এবং দুটি চিহ্ন ছাড়া আর প্রিয় কিছু নেই .... এক ফোঁটা অশ্রু যা আল্লাহর ভয়ে গড়িয়ে পরে।"

৪. পরকালীন জীবনে তুবা বৃক্ষের (১৭ নং টীকা দেখুন) সুসংবাদ এবং সকল আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির জান্নাত লাভ।

   অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। আর তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক।[১৩৯]

৫. পৃথিবীতে মর্যাদা এবং ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ।

---

১৩৯. সূরা আল ইনসান (একে আদ দাহর ও বলা হয়) ৭৬ : ১১০১২

৬. ঈমান ও হেদায়াত সুনিশ্চিত করণ।

৭. স্থিরতা ও আত্মার প্রশান্তি।

৮. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন এবং এমন দিক থেকে জীবনোপকরণ প্রদান করবেন যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না।

"আর যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার জন্য কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সৃষ্টি করে দেবেন এবং এমন পন্থায় তাকে রিযিক দান করবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।[১৪০]

৯. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য সহজ করে দিবেন, যারাই তাকওয়া (আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর প্রতি কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করা) অবলম্বন করবে। তিনি (আল্লাহ) তার কাজ সহজসাধ্য করে দেবেন।[১৪১]

১০. তারা নবী ﷺ-এর সাহচর্য পেতে সফল হবে। কেননা আল্লাহর ভয়ে কাঁদা নবী ﷺ-এর পথনির্দেশ থেকেই এসে থাকে।

১১. তারা সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অনুসরণে সফল হবে। কেননা আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন তাদের পথ নির্দেশ থেকেও এসেছে।

১২. জান্নাতে তারা পৃথিবীতে আল্লাহর ভয়ে কাঁদার কথা স্মরণ করে আনন্দিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, তারা একে অপরকে (পৃথিবীতে অতিবাহিত) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তারা বলবে আমরা প্রথমে নিজেদের পরিবারের লোকদের ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করতাম। পরিশেষে আল্লাহ আমাদের ওপর মেহেরবানী করেছেন এবং দগ্ধকারী আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। নিশ্চয়ই অতীত জীবনে আমরা তাঁর কাছেই দোয়া করতাম, সত্যিই তিনি বড় উপকারী ও দয়াবান।[১৪২]

---

১৪০. সূরা আত তালাক ৬৫ : আয়াত-২-৩

১৪১. সূরা আত তালাক ৬৫ : আয়াত-৪

১৪২. সূরা আত তূর (৫২) : ২৬-২৮

গুরুত্বপূর্ণ দোয়াসমূহ

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنَ ـ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

"হে আমার রব! শয়তান মনে যেসব কুভাব সৃষ্টি করে তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। হে আমার রব! শয়তান যেন আমার কাছেই না আসে।"
(সূরা আল মু'মিনূন : আয়াত-৯৭-৯৮)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلٰى الرُّشْدِ ـ

"হে আল্লাহ! আমাকে প্রত্যেক বিষয়ে মযবূতী দাও এবং হেদায়াতের পথে চলায় দৃঢ়তা দান কর।"

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ صَبُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ شَكُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَّفِىْ وَاَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا ـ

"হে আল্লাহ! আমাকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বানাও। আমার চোখে আমাকে যেন ছোট মনে করি এবং মানুষ যেন আমাকে বড় মনে করে।"

اَللّٰهُمَّ احْفَظْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ ـ

"হে আল্লাহ! হেফাযত কর আমার দিলকে মুনাফেকী থেকে, আমার আমলকে রিয়া থেকে, আমার জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে ও আমার চোখকে খেয়ানত থেকে।"

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ـ

"হে আল্লাহ! যতদিন বেঁচে আছি বেশি বেশি নেকী কামাই করার তাওফীক দাও এবং মৃত্যু যেন আমাকে সকল মন্দ থেকে রেহাই দেয়।"

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ ـ

"হে আল্লাহ! যতিদন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর ততদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখ এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তখন আমাকে মৃত্যু দিও।"

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ مَا اَعْطَيْتَنِىْ -

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে রিযক স্বরূপ যা দিয়েছ তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখ এবং যতটুকু দিয়েছ তাতেই বরকত দান কর।"

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ -

"হে আল্লাহ! হালাল কামাই যেন আমার জন্য যথেষ্ট হয়, হারামের যেন দরকারই না হয়। আর তোমার দান দ্বারা আমাকে অভাবমুক্ত কর যাতে কারো মুখপেক্ষী হতে না হয়।"

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِىْ لِاِقَامَةِ دِيْنِكَ وَارْزُقْنِىَ الشَّهَادَةَ فِىْ سَبِيْلِكَ وَشَفَاعَةَ نَبِيِّكَ وَرِضْوَانًا مِّنْ عِنْدِكَ -

"হে আল্লাহ! তোমার দ্বীনকে কায়েম করার তাওফীক দাও। তোমার পথে শহীদ হওয়ার সুযোগ দাও এবং তোমার নবীর শাফায়াত ও তোমার সন্তুষ্টি হাসিলের তাওফীক দাও।"

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِى مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلَصِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ السَّابِقِيْنَ الْمُقَرَّبِيْنَ -

"হে আল্লাহ! আমাকে তাওফীক দাও যাতে আমি তাওবাকারী হই, আমাকে পবিত্র লোকদের মধ্যে শামিল কর, তোমার সালেহ ও মুখলিস বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য বানাও এবং তোমার নৈকট্যলাভকারী অগ্রবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত কর।"

ঐসব অগণিত দোয়া থেকে ৯টি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে কয়েকটি করে দোয়া বাছাই করে পেশ করছি যাতে যারা মুখস্থ করতে চান তারা রেডীমেড হাতের কাছে পেতে পারেন। বিষয়ভিত্তিক দোয়ার তালিকা পেশ করার পূর্বে দোয়া

শুরু করার সময় যে ভাষায় রাসূল ﷺ শুরু করতেন বলে কোন কোন হাদীসে আছে তা নকল করা হচ্ছে। অবশ্য বিভিন্ন হাদীস থেকে সন্নিবেশিত হওয়ায় যে শব্দ সম্ভারে সজ্জিত করা হয়েছে তা কোন একটি হাদীসে এ আকারে নেই। কিন্তু সবটুকু হাদীস থেকেই নেয়া হয়েছে। দোয়ার শুরুতে হামদ, সানা, দরূদ ও ইস্তিগফার থাকা উচিত বলে সেভাবেই সাজানো হলো।

(আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ. প্র.)

ঈমান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ـ

"সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এ পথে হেদায়েত করেছেন। আল্লাহ্ যদি হেদায়াত না করতেন তাহলে আমরা কিছুতেই হেদায়াত পেতাম না।" (সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৪৩)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

"হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত করার পর আমাদের দিলকে বাঁকা করে দিও না। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উপর রহমত দান কর। নিশ্চয়ই তুমি যে বড় দাতা।" (সূরা আলে ইমরান :আয়াত-৮)

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

"হে আমাদের রব! তুমি যা নাযিল করেছ তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং রাসূলের আনুগত্য করেছি। আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতা অনুগতদের মধ্যে গণ্য কর।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৫৩)

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে পরিপূর্ণ সবরের শক্তি দান কর, আমাদের কদমকে মযবুত করে দাও এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী কর।" (সূরা আল বাকারা : আয়াত-২৫০)

(٥) اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرّٰشِدِيْنَ -

(সূরা হুজরাতের ৭ নং আয়াত অবলম্বনে)

"হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে ঈমানের মহব্বত দান কর। আমাদের দিলকে ঈমান দ্বারা সজ্জিত কর। আমাদের মনে কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল কর।"

ইলম

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّاجْعَلْهُ رَبِيْعَ قُلُوْبِنَا وَنُوْرَ بَصَرِنَا وَجَلَاءَ حُزْنِنَا وَذَهَابَ هَمِّنَا - اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَّارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

"হে আল্লাহ! মহান কুরআনের দ্বারা আমাদের উপর রহম কর। কুরআনকে আমাদের জন্য ইমাম, নূর, হেদায়াত ও রহমত বানাও। কুরআন দ্বারা আমাদের কলবকে সজীব কর, আমাদের দৃষ্টিকে আলোকিত কর, আমাদের দুঃখ-বেদনা দূর কর এবং আমাদেরকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দাও। কুরআনের যতটুকু ভুলে গেছি তা মনে করিয়ে দাও এবং যা জানা নেই তা শিখিয়ে দাও। রাতে ও দিনে কুরআন তিলাওয়াত করার তাওফীক দাও। হে রাব্বুল আলামীন, কুরআনকে আমার পক্ষে সাক্ষীদাতা বানাও।"

اَللّٰهُمَّ اَخْرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ وَاَكْرِمْنَا بِنُوْرِ الْفَهْمِ وَافْتَحْ عَلَيْنَا اَبْوَابَ فَضْلِكَ وَيَسِّرْ عَلَيْنَا خَزَائِنَ عِلْمِكَ رَبَّنَا لَاعِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ -

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে অনুমানের অন্ধকার থেকে উদ্ধার কর এবং জ্ঞান-বুদ্ধির আলো দ্বারা সম্মানিত কর, আমাদের উপর তোমার অনুগ্রহের

দরজা খুলে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার জ্ঞান-ভাণ্ডার সহজ করে দাও। হে আমাদের রব! তুমি যতটুকু ইলম দান করেছ তাছাড়া আর কোনো ইলম আমাদের নেই। তুমিই সব ইলম ও হিকমতের মালিক।"

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا فَهْمَ النَّبِيِّيْنَ وَحِفْظَ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْهَامَ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَدَرَجَةَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে নবীদের মতো বুঝবার যোগ্যতা, রাসূলগণের মতো স্মরণশক্তি, মুজতাহিদগণের ইলহাম এবং সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ লোকদের মর্যাদা দান কর।"

اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا بِالْعِلْمِ وَزَيِّنَّا بِالْحِلْمِ وَاَكْرِمْنَا بِالتَّقْوٰى ـ

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইলম দ্বারা সাহায্য কর, সহনশীলতা দ্বারা সজ্জিত কর, তাকওয়া দ্বারা সম্মানিত কর এবং সুস্থতা দ্বারা সুন্দর কর।"

আমল

اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার যিকর করার ও শুকর আদায় করার এবং ভালোভাবে তোমার ইবাদাত করার তাওফীক দাও।" [রাসূল ﷺ প্রত্যেক নামাযের পর এ দোয়া করতে মায়ায (রা)-কে শিক্ষা দিয়েছেন।]

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْعَمَلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهُدٰى ـ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে কথা বলায়, দুনিয়ার কাজে ও দ্বীনী আমলে, নিয়ত করায় ও সঠিক পথে এমনভাবে চলার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ কর ও যাতে তুমি খুশী হও।"

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ ـ

"হে আল্লাহ! তোমার কাছে তাওফীক চাই যাতে আমরা নেক কাজ করতে পারি, মন্দ কাজ ত্যাগ করতে পারি ও মিসকীনদেরকে ভালোবাসতে পারি।"

ক্ষমা চাওয়া

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ

"হে আমাদের রব! আমরা গুনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদের মাফ না কর ও আমাদের উপর রহম না কর তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হতে বাধ্য হব।" (সূরা আল আরাফ : আয়াত-২৩)

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وقف وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

"হে আমাদের রব! যদি আমরা যা করণীয় তা ভুলে যাই এবং যা করা উচিত নয় তা ভুলক্রমে করে ফেলি তাহলে সে জন্য আমাদেরকে পাকড়াও কর না। পূর্ববর্তী লোকদের উপর তুমি যে আপদ-বিপদের বোঝা পরীক্ষা স্বরূপ দিয়েছ আমাদের উপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দিও না। হে আমাদের রব! যে বোঝা বইবার আমাদের শক্তি নেই তেমন বোঝা আমাদের উপর দিও না। আমাদের গুনাহকে ধরো না, আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের উপর রহম কর। তুমিই আমাদের মাওলা। কাফিরদের মুকাবিলায় তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর।" (সূরা আল বাকারা : আয়াত-২৮৬)

اَللّٰهُمَّ اِنَّ مَغْفِرَتَكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِنَا وَرَحْمَتَكَ اَرْجٰى عِنْدَنَا مِنْ عَمَلِنَا ـ

"হে আল্লাহ! আমাদের গুনাহের চেয়ে তোমার মাগফিরাত অনেক প্রশস্ত। আর আমরা আমাদের আমলের চেয়ে তোমার রহমতের আশাই বেশি করি।"

আখিরাত

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণও দান কর এবং আখিরাতের কল্যাণও দান কর। আর আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে হিফাযত কর।" (সূরা আল বাকারা : আয়াত-২০১)

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ـ

"হে আল্লাহ! আমাদের সব ব্যাপারে পরিণাম সুন্দর ও কল্যাণকর এবং আমাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা কর।"

اَللّٰهُمَّ غَشِّنَا بِرَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَاَظِلَّنَا تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ ظِلُّكَ ـ

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার রহমত দ্বারা ঢেকে দাও। আমাদের উপর তোমার পক্ষ থেকে যাবতীয় বরকত নাযিল কর। আর যেদিন তোমার (রহমতের) ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন আমাদের উপর তোমার আরশের ছায়া দিও।"

পানাহ বা আশ্রয় চাওয়া

রাসূল ﷺ বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন। এর বেশ কয়টিকে একত্র করে এখানে পেশ করছি। পানাহ চাওয়ার আগে কিছু বিষয় কামনাও করেছেন। সে সবকে আলাদা না করে যেভাবে তিনি চেয়েছেন সেভাবেই রেখে দিলাম।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ـ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَاثَمِ

وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَمَوْتَةِ الْبَغْتَةِ وَالذِّلَّةِ - وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَغَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ -

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা, শান্তি ও সুস্বাস্থ্য চাই এবং দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরাতে স্থায়ীভাবে আমাদেরকে দোষমুক্ত রাখ। আর আমরা তোমার কাছে দুশ্চিন্তা, দুঃখ-বেদনা, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে পানাহ চাই। আমরা আরও পানাহ চাই, অচল বার্ধক্য, ঋণ, গুনাহ, বৃদ্ধ বয়সের অনিষ্ট ও বয়সের ভারে অথর্ব হওয়া থেকে এবং অপমানজনক ও হঠাৎ মৃত্যু থেকে। আরও পানাহ চাই কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে এবং দেনার বোঝা ও মানুষের দাপট থেকে।"

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْعَفَافَ وَالْغِنٰى وَالتُّقٰى وَالْهُدٰى وَحُسْنَ عَاقِبَةِ الْاٰخِرَةِ وَالدُّنْيَا - وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ فِىْ دِيْنِكَ -

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছ থেকে পেতে চাই নৈতিক পবিত্রতা, অভাব শূন্যতা, তাকওয়া, হেদায়াত এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সুন্দর পরিণাম। আর আমরা পানাহ চাই সন্দেহ, ঝগড়া, মুনাফিকী, রিয়া ও তোমার দ্বীনের ব্যাপারে সুনামের ইচ্ছা থেকে।"

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّايَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّايَخْشَعُ وَمِنْ نَّفْسٍ لَّاتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَايُسْتَجَابُ لَهَا -

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই ঐ ইলম থেকে যা উপকার দেয় না, ঐ দিল থেকে যে তোমাকে ভয় করে না, ঐ নফস থেকে যার তৃপ্তি হয় না এবং ঐ দোয়া থেকে যা কবুল হয় না।"

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ -

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই আপদ-বিপদের পেরেশানী থেকে, দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা থেকে, ক্ষতিকর ফয়সালা থেকে এবং দুশমনদের খুশী হওয়া থেকে।"

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الصَّدْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ ـ

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই সচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের ফিতনার (পরীক্ষা) ক্ষতি থেকে, মনের ফিতনার ক্ষতি থেকে, হায়াত ও মৃত্যুর ফিতনা এবং অভাব ও লাঞ্ছনার ফিতনার ক্ষতি থেকে।"

বিনয় কাতর আবেদন ও আবদার

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ـ

"হে আমাদের রব! তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে খাস রহমত দান কর, আমাদের সব ব্যাপারেই সুব্যবস্থা করে দাও।" (সূরা কাহফ : আয়াত ১০

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ ـ

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে আবদার জানাই যে, আমরা যেন তোমার রহমত পাওয়ার যোগ্য আমল করতে পারি। তোমার মাগফিরাত পাওয়ার মতো মজবুত ইচ্ছা শক্তি দাও, সকল নেক কাজ যেন সহজে করার তাওফীক পাই এবং সকল গুনাহ থেকে যেন নিরাপদে থাকি।"

اَللّٰهُمَّ لاَتَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا مَرِيْضًا اِلَّا شَفَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِّنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ! হে আরহামার রাহিমীন, আমাদের কোনো গুনাহ মাফ করতে বাদ দিও না, কোনো দুশ্চিন্তা দূর করতে বাকি রেখ না। কোনো দেনা শোধ করতে বাদ দিও না, কোনো রোগীকে আরোগ্যর বাকি রেখ না এবং দুনিয়ার ও আখিরাতের যেসব প্রয়োজন পূরণ করা তোমার পছন্দ এর কোনোটাই অপূরণ রেখ না।"

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تُحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا ـ

"হে আল্লাহ! আমাদের উপর তোমার দান বাড়িয়ে দাও, কমিয়ে দিও না। আমাদেরকে ইয্যত দাও, বেইয্যত কর না, আমাদেরকে দান কর, মাহরুম কর না; আমাদেরকে প্রাধান্য দাও, আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দিও না; আমাদেরকে খুশী করে দাও এবং আমাদের উপর রাযী হয়ে যাও।"

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَّوَفِّقْنَا لِاجْتِنَابِهِ ـ

"হে আল্লাহ! হক বা সত্যকে তুমি আমাদের নিকট সত্য হিসেবেই তুলে ধর এবং তা মেনে চলার তাওফীক দাও। আর বাতিল বা মিথ্যাকে মিথ্যা বলেই চিনিয়ে দাও এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দাও।"

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ ـ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ - يَا مُنَوِّرَ الْقُلُوْبِ نَوِّرْ قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ ـ

"হে দিলের মালিক! আমাদের কালবকে তোমার দ্বীনের উপর মজবুত করে দাও। হে কালবের পরিচালক! আমাদের দিলকে তোমার অনুগত কর। হে অন্তরকে আলোকিতকারী! আমাদের দিলকে তোমরা পরিচয় দ্বারা আলোকিত কর।"

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلاً وَّيَقِيْنًا صَادِقًا وَّلِسَانًا شَاكِرًا وَّذَاكِرًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّسَلِيْمًا وَّنَفْسًا مُّطْمَئِنَّةً وَّقَانِعَةً وَّشَابِعَةً وَّصِحَّةً تَامَّةً وَّخُلُقًا حَسَنًا ـ

ـ وَنَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّفَهْمًا صَحِيْحًا وَّذِهْنًا زَكِيًّا وَّعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَا وَّرِزْقًا طَيِّبًا وَّاسِعًا ـ

وَنَسْئَلُكَ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّتَوْبَةً نَّصُوْحًا تَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَالسَّكِيْنَةً فِى الْقَبْرِ وَالسَّلاَمَةَ فِى الْحَشْرِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ ـ

وَنَسْئَلُكَ ظِلَّ رَحْمَتِكَ وَشَفَاعَةَ نَبِيِّكَ وَرِضْوَانًا مِّنْ عِنْدِكَ ـ

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে আকুল আবেদন জানাই যে, আমাদরকে দান কর পূর্ণ ঈমান, সত্যিকার ইয়াকীন, শুকর ও যিকরে মশগুল জিহ্বা, ভীত ও নিরোগ কলব, প্রশান্ত, তৃপ্ত ও কামনামুক্ত নাফস, পরিপূর্ণ ও সুস্থ দেহ ও সুন্দর চরিত্র।

আরও দান কর উপকারী ইলম, বিশুদ্ধ বোধশক্তি, তীক্ষ্ণ চিন্তা শক্তি, কবুল হবার যোগ্য আমল, গ্রহণযোগ্য প্রচেষ্টা, ক্ষতিহীন ব্যবসা এবং পবিত্র ও প্রশস্ত রিযিক।

আরও দান কর পবিত্র জীবন, খালেস তাওবা, মৃত্যুর আগে তাওবার তাওফীক, শান্তিপূর্ণ মৃত্যু, নির্ভয় কবর, নিরাপদ হাশর এবং জান্নাত লাভের সাফল্য।

আরও আবদার করি তোমার রহমতের ছায়া, তোমার নবীর শাফায়াত ও তোমার সন্তুষ্টি।" (আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ, প্র.)

মৃতদের জন্য দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

"হে আমাদের বর! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান নিয়ে চলে গেছেন সে ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের ব্যাপারে আমাদের দিলে কোনোরূপ অসন্তোষ ও কলুষতা সৃষ্টি হতে দিও না। হে আমাদের রব!, তুমি বড়ই স্নেহপরায়ণ ও মেহেরবান।" (সূরা আল হাশর : আয়াত-১০)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلاَمَ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ ـ

"হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর যারা আমাদের মধ্যে জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড় এবং পুরুষ ও নারী। হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রেখেছ তাকে দ্বীনের উপর কায়েম রাখ এবং যাকে মৃত্যু দিয়েছ তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও।"

পিতা-মাতা ও সন্তানদের জন্য দোয়া

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ق رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ - رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ -

"হে আমার রব! আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে নামায কায়েম করার তাওফীক দাও এবং আমাদের দোয়া কবুল কর। হে আমাদের রব! বিচার দিবসে আমার, আমার পিতা-মাতার ও সকল মু'মিনের গুনাহ মাফ কর।" (সূরা ইবরাহীম : ৪০)

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا -

"হে আমার রব! আমার পিতা-মাতর উপর তেমনি রহম কর যেমন তারা ছোট সময় আমাকে লালন-পালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৪)

এখানে পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ইত্যাদি যারা স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে প্রতিপালন করেছেন তাদের জন্য আবেগ সহকারে নিজের ভাষায় দোয়া করা দরকার যাতে আল্লাহ পাক তাদের নেক আমল কবুল করেন। গুনাহ মাফ করেন ও কবর আযাব থেকে তাদেরকে হেফাযত করেন।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا - وَارْزُقْهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً وَصِحَّةً تَامَّةً وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا وَخُلُقًا حَسَنًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَاسِعًا -

"হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী (বা স্বামী) ও সন্তানদেরকে এমন বানাও যাতে তাদের দেখে আমাদের চোখ জুড়ায় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের মধ্যে অগ্রগামী হওয়ার তাওফীক দাও। (সূরা আল ফুরকান : ৭৪)

তাদেরকে পবিত্র জীবন, পূর্ণ স্বাস্থ্য, কল্যাণকর ইলম, নেক আমল, সুন্দর চরিত্র এবং পবিত্র ও প্রচুর রিযিক দাও।"

এখানে সন্তানদের প্রত্যেকের জন্য তার প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী আলাদা আলাদাভাবে দোয়া করা দরকার। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাদেরকে যেন আমাদের মাগফিরাতের জন্য কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দোয়া করার যোগ্য রেখে যেতে পারে সে তাওফীকও কামনা করতে হবে।

বিরোধীদের সম্পর্কে

رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنْ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ـ

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের জন্য ফিতনা বানিও না এবং তোমার রহমত দ্বারা আমাদেরকে কাফির কাওম থেকে নাজাত দাও। (সূরা ইউনূস : ৮৫-৮৬)

হে আল্লাহ! তোমাকে তাদের ঘাড়ের উপর বসালাম এবং তাদের ক্ষতি থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাইলাম।"

اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مِنْ لَّايَرْحَمْنَا ـ

"হে আল্লাহ! যারা আমাদের সাথে দুশমনী করছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনের মধ্যে কোন মুসিবত দিও না। দুনিয়াকেই আমাদের বড় ধান্দা, আমাদের ইলমের আসল উদ্দেশ্য ও আকর্ষণের প্রধান লক্ষ্য বানিয়ে দিও না। যারা আমাদের সাথে সদয় আচরণ করে না তাদেরকে আমাদের উপর কর্তৃত্ব দিও না।"

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَسَرِيْعَ الْحِسَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ ـ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ ـ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ـ

"হে আল্লাহ! তুমিই কিতাব নাযিল করেছ, জলদি হিসাব নেবার ক্ষমতা রাখ, মেঘমালাকে পরিচালিত কর এবং বাহিনীকে পরাজিত করে থাক। হে

আল্লাহ! তুমি এ বাহিনীকে পরাজিত কর। "হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাজিত কর ও কাঁপিয়ে দাও এবং তাদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর।" [আহযাবের যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ এ দোয়াটি শিক্ষা দিয়েছেন।]

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ ـ اَللّٰهُمَّ انْصُرِ الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَانْجِزْ وَعْدَكَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْ اَعْدَاءَ نَا وَاَعْدَاءَ الدِّيْنِ ـ اَللّٰهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَمَزِّقْ جَمْعَهُمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَاسَكَ الَّذِىْ لَاتَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ! মু'মিন ও মুসলিম পুরুষ ও নারীদেরকে মাফ করে দাও। তাদের মধ্যে আন্তরিক মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি কর। তাদের একে অপরের মধ্যে সম্পর্ক কায়েম রাখ। তোমার ও তাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য কর। হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সাহায্য কর। তোমার সাহায্য পাওয়া মু'মিনদের হক বলে যে ওয়াদা করেছ তা পালন কর। হে আল্লাহ! আমাদের ও দ্বীনের দুশমনদেরকে পরাজিত কর। তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি কর। তাদের সম্মিলিত শক্তিকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দাও, তাদের পায়ে কাঁপুনি সৃষ্টি কর। তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে দাও। তাদের উপর তোমার ঐ দাপট নাযিল কর যা অপরাধী কাওম থেকে কখনও ফিরাও না।" (আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ. প্র.)

রাসূল ﷺ-এর প্রতি দরূদ

রাসূল ﷺ বলেছেন যে, দোয়ার শুরুতে ও শেষে দরূদ পেশ করা হলে দোয়া কবুলের বেশি আশা করা যায়। তাই দেখা যায়, বিশেষ করে দরূদ দ্বারা দোয়া শেষ করার রীতি গোটা উম্মতের মধ্যে চালু রয়েছে। আল্লাহ পাক কুরআনের মজীদে এভাবে দরূদের হুকুম দিয়েছেন :

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে ঐসব লোক! যারা ঈমান এনেছ তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও।"

(সূরা আল আহযাব : আয়াত-৫৬)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর আর কোন হুকুম সম্পর্কে এভাবে বলেননি যে, আমি নিজেও এ কাজ করি, তোমরাও তা কর। একমাত্র দরূদের বেলায়ই এমন কথা বলেছেন। এ দ্বারা দরূদের মর্যাদা যে কত বড় তা সহজেই বুঝা যায়।

তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দরূদ পাঠানো, আর ফেরেশতা ও মানুষের পক্ষ থেকে দরূদ পাঠাবার মানে এক রকম নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে দরূদের অর্থ হলো : "আল্লাহ রাসূলের প্রশংসা করেন; তাঁর উপর রহমত, বরকত ও শান্তি নাযিল করেন। তার নাম উন্নত করেন এবং তাঁকে মহব্বত করেন।" ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে দরূদ পাঠাবার অর্থ হলো : তাঁরা রাসূলকে খুবই মহব্বত করেন এবং তাঁকে উন্নত মর্যাদা দেবার জন্য তাঁরা আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। মু'মিনদের দরূদের উদ্দেশ্যেও রাসূলের প্রতি রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করা।

সালাতের মধ্যে দোয়া

রাসূল ﷺ সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন এবং সকল অবস্থায়ই আল্লাহর কাছে যখন যা দরকার চাইতে থাকতেন। তাই সব অবস্থার উপযোগী চমৎকার দোয়া হাদীসে পাওয়া যায়। তা থেকে এখানে শুধু তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযের বিভিন্ন অংশে এবং ফরয নামাযের পর যেসব দোয়া করতেন তা থেকে মাত্র কয়েকটি বাছাই করে এখানে পেশ করছি। তাছাড়া সকাল ও সন্ধ্যার দোয়াগুলো থেকেও কিছু এখানে উল্লেখ করছি। সবশেষে ঘুমানোর সময়ের দোয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

তাকবীর তাহরীমের পর

আল্লাহু আকবার বলে নামাযের শুরুতে হাত বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় কিরাআতের পূর্বে বিভিন্ন দোয়া রাসূল ﷺ পড়তেন। এর মধ্যে তিনটি এখানে উল্লেখ করা হলো–

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايْ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

"আসমান ও যমীনকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার দিকে আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরালাম ও মনোযোগ দিলাম। আর আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। নিশ্চয় আমার নামায, কুরবানী, হায়াত ও মওত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এ রকমই আদেশ করা হয়েছে এবং আমি মুসলিমদেরই অন্তর্ভুক্ত।"

(সূরা আল আনআম : ৭৯ ও ১৬২)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

"হে আল্লাহ! তুমি বাদশাহ। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি আমার রব, আর আমি তোমার গোলাম। আমি নিজের উপর যুলুম করেছি। আমার গুনাহর কথা স্বীকার করছি। আমার সব গুনাহ মাফ করে দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না।"

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ لَامَنْجَاَ مِنْكَ وَلَا مَلْجَاَ اِلَّا اِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে হাযির হয়ে গেছি। তোমার মহান দরবারে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য হলো। সব কল্যাণ তোমারই হাতে

আছে। কোনো মন্দই তোমার প্রতি আরোপ করা যায় না। তুমি যাকে হেদায়াত কর সেই হেদায়াত পায়। আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি। তোমার কাছেই যাব। তোমার শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে তোমারই কাছে ধরণা দিতে হবে। তুমি ছাড়া কোনো আশ্রয়ই নেই, তুমি বরকতওয়ালা ও মহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি।"

তাকবীর তাহরীমের পর "সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা" আমরা সবাই পড়ি। এটাও হাদীসে আছে। এরপর ঐ তিনটির মধ্যে যখন যেটা ইচ্ছে পড়া যেতে পারে। (আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ. প্র.)

রুকু' সিজদায়

তাহাজ্জুদে বেশি সময় রুকু' ও সিজদায় ব্যয় করার সুযোগ থাকায় রাসূল ﷺ-এর কিছুটা অনুকরণ করা সম্ভব। রুকু' ও সিজদায় তাসবীহ অনেকবার পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য বোধ সৃষ্টি হয়। তাসবীহতে 'আমার রব' কথাটি আবেগ সৃষ্টির সহায়ক। রাব্বুল আলামীনকে 'আমার রব' বলা শিক্ষা দিয়ে ঘনিষ্ঠতাবোধ করারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক সময় পর্যন্ত তাসবীহ পড়ার সময় বেজোড় সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য প্রতি দু'বার পড়ার পর থামার অভ্যাস করা দরকার। শেষ তাসবীহ একবার পড়তে হবে। শেষ তাসবীহর সাথে এটুকু যোগ করার কথা রয়েছে :

وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ـ

"আল্লাহর প্রশংসা সহকারে এবং তাঁর সৃষ্টি সংখ্যার পরিমাণ, তিনি যত পছন্দ করেন যে পরিমাণ, আরশের ওজন পরিমাণ ও তাঁর কালাম লেখার কালির পরিমাণ।"

রুকূ' ও সিজদায় তাসবীহের শেষে রাসূল ﷺ আরও পড়তেন–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

"হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার তাসবীহ করছি। হে পাক পবিত্র এবং সকল ফেরেশতা ও জিবরাইলের রব, আমাকে মাফ কর।" (আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ. প্র.)

রুকূ'তে দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ ـ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রুকূ' দিয়েছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। তোমার প্রতি আমার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, আমার মগজ, হাড় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনয়াবনত হয়েছে।"

(মুসলিম হাদীস নং ৪৮৭)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ.

মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।

(বুখারী হাদীস-৭৯৪, মুসলিম হাদীস-৪৮৪)

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

আল্লাহ পবিত্র ও মোবারক তিনি সকল ফেরেশতা ও জিবরাঈলের রব।

(মুসলিম হাদীস নং ৭৭১)

سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

মহাপ্রতাপশালী এবং রাজত্ব, বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারীর জন্য প্রশংসা করছি। এটি রুকু ও সিজদায় বলবে।

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাদীস নং ৮৭৩, নাসাঈ হাদীস নং ১০৪৯)

রুকূ' থেকে দাঁড়িয়ে

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ ـ

"হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, অনেক অনেক প্রশংসা। এ প্রশংসায় কল্যাণ হোক, বরকত হোক।"

اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىْ لِمَا مَنَعْتَ لَايَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

"হে আল্লাহ! তুমি যা দাও তাতে কেউ বাধা দিতে পারে না। আর তুমি যাকে বাধা দাও তা কেউ দিতে পারে না। সম্পদের মালিক হলেই লাভবান হয় না। সম্পদ তোমারই দান। (তোমার ইচ্ছা ছাড়া সম্পদ উপকারে আসে না।)।"

সিজদার দোয়া

রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে পৌঁছে যাও। তাই সিজদায় বেশি করে দোয়া কর।

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সিজদা করেছি, তোমারই উপর ঈমান এনেছি এবং তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। আমার চেহারা তার জন্যই সিজদা করেছে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন ও আকৃতি দান করেছেন এবং তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। অতএব আল্লাহ বরকতময়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।" (মুসলিম হাদীস নং ৭৭১)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ ـ

"হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ মাফ কর– ছোট ও বড় গুনাহ, আগের ও পরের গুনাহ এবং প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ।"

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

"আল্লাহর প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করছি। আল্লাহর কাছে মাফ চাচ্ছি ও তাঁর নিকট তাওবা করছি।"

রাসূল ﷺ সিজদায় বেশি করে দোয়া করতে বলেছেন। তাই এসব খাস দোয়া ছাড়াও হাদীসের যে কোনো দোয়াই সিজদায় পড়া যেতে পারে। সিজদায় কুরআনের দোয়া পড়া হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

দু' সিজদার মাঝের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ ـ

"হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে সুস্থ রাখ, আমাকে ক্ষতি পূরণ দাও, আমাকে উন্নত কর ও আমাকে রিযিক দাও।" (হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাদীস নং ৮৫০, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৮৯৮)

সালাম ফিরাবার পূর্বে

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং তুমি নিজ ক্ষমা দ্বারা আমাকে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি রহম কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (বুখারী হাদীস নং ৮৩৪ মুসলিম হাদীস নং ২৭০৮)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

"হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ কর, যা আগে করেছি ও যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি ও যা প্রকাশ্যে করেছি, যেখানে সীমালংঘন করেছি এবং যা আমার জানা না থাকলেও তুমি জান, সবই মাফ কর। তুমি আগেও ছিলে, পরেও থাকবে। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহা নেই।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ

"হে আল্লাহ! আমি তোমর নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে এবং দাজ্জাল এবং হায়াত ও মওতের ফিতনা থেকে।"

(বুখারী, মুসলিম হাদীস নং ৫৮৮)

اَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ وَاَحْسَنُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ ـ

"সবচেয়ে ভালোও সুন্দর কথা হলো আল্লাহর কালাম আর সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর পথ হলো মুহাম্মদ ﷺ-এর পথ।"

সালাম ফিরাবার পর

প্রথমে اَللّٰهُ اَكْبَرُ একবার এবং তিনবার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

"আল্লাহ্ বড়, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই, হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি, তোমার পক্ষ থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় ও মহান।"

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই, রাজ্য তাঁরই। প্রশংসা সবই তাঁর। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সব কল্যাণ সবকিছুর উপর তিনি ক্ষমতা রাখেন।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ ـ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ ـ

"হে আল্লাহ! তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে সুস্বাস্থ্য ও সুখ-সুবিধার আবদার জানাই। আরও চাই আসানী ও করুণা এবং সুযোগ-সুবিধা আমার দ্বীনী ব্যাপারে, দুনিয়ার জীবনে, আমার পরিবার ও আমার মালে। হে আল্লাহ আমার সব গোপনীয় বিষয় তুমি ঢেকে রাখ এবং সবরকম আশংকার বিষয় থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ।"

সকালের দোয়া

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

"হে আল্লাহ্! তোমার নাম নিয়ে সকাল বেলাকে কবুল করলাম। তোমার নাম নিয়েই সন্ধ্যাকেও কবুল করি। তোমার নামেই বাঁচি, তোমার নামেই মরি। তোমাই কাছে ফিরে যেতে হবে।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَغَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই- দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা অক্ষমতা ও অসলসতা, কৃপণতা ও ভীরুতা এবং বেদনার বোঝা ও মানুষের দাপট থেকে।"

اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلاَمِ وَعَلٰى كَلِمَةِ الْاِخْلاَصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিৎরাতের ওপর ও এখলাসের ওপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের ওপর। তিনি ছিলেন একনিষ্ট মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (আহমদ, হাদীস নং-১৫৪৩৪)

সন্ধ্যার দোয়া

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ.

"আল্লাহর শেখানো পরিপূর্ণ দোয়া কালাম দ্বারা গোটা সৃষ্টির ক্ষতি থেকে পানাহ চাই।"

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ـ

"হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়ে সন্ধ্যা বেলাকে কবুল করলাম। তোমার নাম নিয়েই সকাল বেলাকেও কবুল করি। তোমার নামেই বাঁচি, তোমার নামেই মরি। কবর থেকে উঠে তোমারই কাছে যেতে হবে।"

শোবার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَنَا وَكَفَنَا وَاوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهٗ وَلَا مُؤْوِيَ ـ

(শোবার পর ও দোয়া শুকরিয়া আদায়ের জন্য)

"সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করলেন এবং আমাদেরকে আশ্রয়ের জায়গা দিলেন। কত এমন লোক আছে যার প্রয়োজন পূরণের কেউ নেই এবং যার কোন আশ্রয়ের জায়গাও নেই।"

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ - اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفِظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

(ডান কাতে শুয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে এ দোয়া)

"হে আমার রব! তোমার নাম নিয়েই আমার পার্শ্বকে বিছানায় রাখলাম। আবার তোমার নাম নিয়েই তাকে উঠাব। এ অবস্থায় যদি আমার জানকে তুমি রেখে দাও (মৃত্যু দাও) তবে এর উপরে রহম কর। আর যদি ফেরত পাঠাও তাহলে এর হেফাযত কর যেমন তোমার নেক বান্দাদের বেলায় করে থাক।"

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىَ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ ـ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَاَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ - اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ـ

"হে আল্লাহ! আমার নাফসকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। আমার চেহারাকে তোমার দিকে রুজু করলাম। আর সব ব্যাপারের ভার তোমার উপরই দিলাম। আমার সত্তাকে তোমার আশ্রয়ে রাখলাম। আগ্রহ ও আশংকা নিয়েই তোমার দিকে এসেছি। তোমার শাস্তি থেকে বাঁচতে হলেও তোমারই কাছে ধরণা দিতে হয়। তোমার কাছে ছাড়া কোনো আশ্রয়ও নেই। যে কিতাব তুমি নাযিল করেছ তার উপর ঈমান এনেছি এবং যে নবী তুমি পাঠিয়েছ তাঁর উপরও ঈমান এনেছি।"

৩৩ বার সুবাহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার।

আয়াতুল কুরসি।

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْىٰ ـ

"হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়েই মরি ও বাঁচি।

অবসর সময়ের দোয়া

যখন মন অবসর থাকে তখন তাকে কর্মব্যস্ত রাখার জন্য মুখে নিম্নের যে কোনো যিকর মনের দিকে খেয়াল রেখে মুখে চালু করলে বাজে চিন্তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সবসময় আল্লাহ তায়লাকে স্মরণ রাখার এটাই সহজ উপায়।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمُ ـ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

তাছাড়া দরূদ পড়তে থাকা। কুরআনের যেসব অংশ মুখস্ত আছে তা গুনগুণিয়ে আবৃতি করা যায়। মোটকথা হলো মনটাকে সবসময় কাজ দিতে হবে। যদি সচেতনভাবে তাকে ব্যস্ত না রাখা হয় তাহলে যখনই সে অবসর পাবে তখনই ইবলীস তাকে কাজ দেবে। মন বিনা কাজে থাকতে পারে না। তাকে কাজ না দিয়ে শয়তানের বেগার খাটতে বাধ্য হবে।

দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ দিন ও সময়

আল্লাহ তায়ালা সব সময়ই তাঁর বান্দার দোয়া শুনেন কবুল করতে পারেন। বান্দা তো যখনই যে দোয়া করার প্রয়োজন বোধ করে তখনই মনিবকে ডাকে ও তাঁর কাছে যা ইচ্ছা করে তাই চায়।

তবে রাসূল ﷺ দোয়া কবুলের জন্য বিশেষ কতক দিন ও সময় জানিয়ে দিয়েছেন যাতে আল্লাহর বান্দাহারা ঐ সব দিন ও সময়কে অবহেলা না করে, বরং বিশেষ যত্ন সহকারে ঐ বিশেষ সুযোগকে ব্যবহার করে দয়াময় প্রভুর দুয়ারে ধরণা দেয়।

১. লাইলাতুল কদর।

২. রমযান মাস।

৩. ফরয নামাযের পর।

৪. আরাফার দিন।

৫. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়।

৬. জুমুআর দিন।

৭. রাতের শেষ তৃতীয়াংশ।

৮. সিজদারত অবস্থায়।

৯. আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার সময়।

১০. রোযাদার অবস্থায়, বিশেষ করে ইফতার করার পূর্বক্ষণে।

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান – মোঃ রফিকুল ইসলাম	
৪.	শব্দে শব্দে আল কুরআনের অভিধান	২৫০
৫.	কিতাবুত তাওহীদ –মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৬.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন –মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-২ লা-তাহযান হতাশ হবেন না –আয়িদ আল করনী	৪০০
৮.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৩ বুলূগুল মারাম –হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৪০০
৯.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৪, সহীহ হাদীস প্রতিদিন বুখারী মুসলিম হাদীস সংকলন	
১০.	রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাসি-কান্না ও যিকির –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১১.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা –ইকবাল কিলানী	১৫০
১২.	সহীহ মুকসূদুল মু'মিনীন	৪০০
১৩.	সহীহ নেয়ামুল কুরআন	৪০০
১৪.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৫.	রাসূল ﷺ এর প্র্যাকটিক্যাল নামায –মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৬.	রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৭.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন –যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৮.	রাসূল ﷺ এর ২৪ ঘন্টা –মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
১৯.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় – আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২০.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২২.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন –সাইয়্যেদ মাসূদুল হাসান	১৪০
২৩.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৪.	রাসূল ﷺ -এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা –মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৫.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে –ইকবাল কিলানী	১৩০
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব) –ইকবাল কিলানী	১৫০
২৯.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী –সাইয়্যেদ মাসূদুল হাসান	১৫০
৩০.	দোয়া কবুলের পূর্বশর্ত –মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩১.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র	৩৫০
৩২.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয় করেন – ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩৩.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁড়-ফুঁক, তাবীজ কবজ	১৫০
৩৪.	ফাজায়েলে আমল	
৩৫.	কবিরা গুনাহ্	২১০
৩৬.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান	১২০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫
২.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০
৩.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০
৪.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার- আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০
৫.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০
৬.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০
৭.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০
৮.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫
৯.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০
১০.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০
১১.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০
১২.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০
১৩.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০
১৪.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০
১৫.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
১৬.	সালাত : রাসূলুল্লাহ(সা.)-এর নামায	৬০
১৭.	ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০
১৮.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
১৯.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
২০.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
২১.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
২২.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
২৩.	পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
২৪.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
২৫.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ(সা.)	৫০
২৬.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
২৭.	ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
২৮.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
২৯.	সিয়াম : আল্লাহর রাসূল(সা.)-এর রোযা	৫০
৩০.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
৩১.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
৩২.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
৩৩.	ইশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
৩৪.	মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
৩৫.	আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০
৩৬....................		

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০
২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২	৪০০
৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০
৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০
৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৭.	বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে

ক. রাসূল(সা.)-এর অভিজ্ঞতা, খ. আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন), গ. Golden use Foul Word. ঘ. আপনার শিশুকে লালন-পালন করবেন যেভাবে, ঙ. আসুন কুরআনের সাথে কথা বলি, চ. যে গল্পে প্রেরণা যোগায়, ছ. শব্দে শব্দে হিসনুল মু'মিনীন, জ. শেখ আহমদ দিদাত লেকচার সমগ্র।